



অভ্যন্তরীণ  
রেলকর্মী  
বেঙ্গালুরুতে  
রেলকর্মীর হাতে  
হেনস্থার শিকার  
তরুণী যাত্রীর পাশে  
দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ  
সহযাত্রীদের  
পৃষ্ঠা ৫



কলকাতা সংস্করণ

৭ মাসে ১  
দিনও না  
জাপানে  
ইউটিউবার এমলি  
৭ মাসে ১ দিনও  
পার্লামেন্টে না  
যাওয়া বহিস্কৃত  
হয়েছেন  
পৃষ্ঠা ৭



৫৬ বর্ষ □ ১৫৬ সংখ্যা □ ১৬ মার্চ, ২০২৩ □ ১ চৈত্র ১৪২৯ □ বৃহস্পতিবার ৩.০০ টাকা

Morning Daily • KALANTAR • Year 56 • Issue 156 • 16 March, 2023 • Thursday • Total Pages 8 • 3.00 Per day • Printed and Published from 30/6 Jhowtala Road, Kolkata-700017

## আদানি'র বিরুদ্ধে তদন্তের দাবিতে

# ইডি অফিসে বিরোধী অভিযানে পুলিশের বাধা



১৮টি বিরোধী দলের সংসদ সদস্যরা ইডি অফিসে যেতে চাইলে মিছিলের গতি রোধ করছে দিল্লি পুলিশ।

ফটো : পিটিআই

নয়াদিল্লি, ১৫ মার্চ : আদানি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে তদন্তের দাবি নিয়ে বিরোধী সাংসদদের কেন্দ্রীয় সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) কার্যালয় অভিযান বুধবার পশ্চ করে দিল দিল্লি পুলিশ। ১৮টি বিরোধী দলের সংসদ সদস্যরা এতে যোগ দেন। বিরোধীরা বলেছে, মিছিল করে ইডি অফিসে যেতে পুলিশ বাধা দিলেও সংসদ সদস্যরা ছোট প্রতিনিধিদল নিয়ে যাবেন। তাঁদের দাবিপত্র জমা দেবেন। ইডি ব্যবস্থা নিতে রাজি না হলে বোঝা যাবে সংস্থার ক্ষেত্র সরকারের রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ার। বুধবার সকালে বিরোধী নেতাদের বৈঠকে মিছিল করার সিদ্ধান্ত হয়। এদিকে, আদানি তদন্তে বিরোধীদের সমন্বয় দাবি থেকে নজর যোরাতে বিদেশে রাহুল গান্ধি'র মন্তব্য নিয়ে বিজেপি হটগোল করে। ফলে, বুধবারও সংসদ অচল থাকে। এই অবস্থায় দুপুর সাড়ে ১২টায় বিরোধী সংসদ সদস্যরা প্ল্যাকার্ড হাতে মিছিল শুরু করেন।

প্রসঙ্গত, হিন্ডেনবার্গ রিসোর্টের প্রতিবেদনে আদানি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে জালিয়াতি ও কারচুপি করে শেয়ারের দাম বাড়িয়ে সম্পদ বৃদ্ধির মারাত্মক অভিযোগ আনা হয়। এই ঘটনার তদন্তে যৌথ সংসদীয় কমিটি (জেপিসি) গঠনের দাবিতে সর্বব বিরোধীরা। সরকার এই দাবি মানতে নারাজ। আলোচনাতোও রাজি নয়। এতে সংসদের অধিবেশনেও অচলাবস্থা চলছে। বুধবার ১৮টি বিরোধী দলের সংসদ সদস্যরা সে দাবি জানাতে ইডি অফিসে মিছিল করে যাওয়ার কর্মসূচি গ্রহণ করেন। দুপুর সাড়ে ১২টায় সংসদ ভবন থেকে বেরিয়ে বিজয় চক পৌঁছালে মিছিলের গতি রোধ করে দিল্লি পুলিশ জানায়, পুরো এলাকাতে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে।

পুলিসের বাধায় কর্মসূচি পণ্ড হলেও বিরোধী সাংসদরা ফেরার আগে জানান, ইডি'র ওপর চাপ সৃষ্টি জারি থাকবে। সরকারি আনুকুল্যে আদানিদের সাম্রাজ্য বিস্তারের স্বরূপ উদ্ঘাটনে জেপিসি গঠনের দাবিও অব্যাহত থাকবে।

মোদি-আদানি সম্পর্ক, জেপিসির তদন্তসহ সরকারবিরোধী বিভিন্ন স্লোগান লেখা প্ল্যাকার্ড হাতে বিরোধী সংসদ সদস্যরা বিজয় চক পর্যন্ত যেতে পারেন। ততক্ষণে সেখানে একের পর এক ব্যারিকেড গড়ে তোলে দিল্লি পুলিশ। ব্যারিকেড গড়ে তোলা হয় ইডি অফিসের সামনেও। লাউত পিঁপকারে পুলিশ বলতে থাকে, ১৪৪ ধারা জারি রয়েছে। সংসদ সদস্যরা সংসদে ফিরে যান। সেখানেই বিভিন্ন দলের নেতারা গণমাধ্যমকে তাঁদের বক্তব্য জানান। কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড্গো বলেন, ২০০ সংসদ সদস্যকে ঠেকাতে দুই হাজার পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। সরকার আমাদের কণ্ঠরোধ করে মুখে বলছে গণতন্ত্রের কথা। সমালোচনা করলেই দেশদ্রোহীর তকমা স্টেটে দেওয়া হচ্ছে।

ইডি অফিসে জমা দেওয়ার জন্য বিরোধী সংসদ সদস্যরা যে চিঠি লিখেছেন তাতে বলা হয়েছে, ইডি নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি করে অথচ যে সম্পর্ক দেশের অর্থনীতি ও গণতন্ত্রের পক্ষে বিপজ্জনক, তা নিয়ে প্রাথমিক তদন্ত করতেও তারা আগ্রহী নয়। চিঠিতে আদানি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে গুঁঠা যাবতীয় দুর্নীতির অভিযোগের তদন্তের দাবি জানিয়ে বলা হয়েছে, বিদেশে শেল কোম্পানির মাধ্যমে অর্থ ঢেলে অনৈতিকভাবে শেয়ার মূল্য বাড়ানো হয়েছে এবং এর মধ্য দিয়ে গোষ্ঠীর বিভিন্ন সংস্থার ভুল চিত্র উপস্থাপন করা হয়েছে। সরকারি আনুকূল্য নিয়ে আদানি গোষ্ঠী কীভাবে মুম্বাইয়ের ধারাবি বস্তি উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ হাতিয়েছে, কীভাবে তাদের ঝাড়পুত্রেরে বিদ্যুৎ প্রকল্পের সুবিধায় জন্য সরকারি নিয়ম বদলাতে হয়েছে, গোডা়া বিদ্যুৎ প্রকল্পকে এসইজিড (বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল) হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এসব উল্লেখ করে বলা হয়েছে, সময় নষ্ট না করে ইডি এসব অভিযোগের তদন্ত শুরু করুক। বিরোধী নেতারা সংবাদমাধ্যমকে বলেন, ইডি'র কর্তব্যবিক্রয়ের সঙ্গে দেখা করে তদন্তের দাবি জানানোর পরও ইডি তা না মানলে দেশবাসী বুঝে যাবে কেন ও কী কারণে তারা তা করছে না। তখন তা নিয়ে আন্দোলন শুরু হবে।

## প্রেস ক্লাবে মুখোমুখি আলোচনায় পরঞ্জয়

# আদানি'র সর্বনাশা পথের বিরুদ্ধে পথে নামার আহ্বান



স্টাফ রিপোর্টার : ২০০২ সালে গুজরাটের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং গণহত্যার পর শিল্পপতি গৌতম আদানি নিজের ব্যবসার প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করে ক্ষমতায় থাকা বিজেপি'র

মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মদতে। তখন ছিল কেন্দ্রে অটল বিহারী বাজপেয়ীর এনডিএ। আর নরেন্দ্র মোদির প্রধানমন্ত্রীত্বে দ্বিতীয় ও তৃতীয় এনডিএ সরকারের আমলে ২০১৬ থেকে ২০২৩ সালের পৃথিবী দ্বিতীয় ধনী, কখনও তৃতীয় ধনী। বুধবার প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক অর্কদেব ও প্রেস ক্লাবের সহযোগিতায় আয়োজিত 'আদানির মুখোশ উন্মোচন' (আনমাস্কিং আদানি) শীর্ষক আলোচনায় এই দাবি করলেন বর্ষীয়ান ও সাহসী সাংবাদিক পরাঞ্জয় গুহঠাকুরতা। তাঁর আহ্বান এর বিরুদ্ধে কৃষক আন্দোলনের ধাঁচে পথে নামতে হবে। পরাঞ্জয় আরো বলেন, মুম্বাইয়ে গৌতম আদানির সামান্য একটা জুয়েলারি ও প্লাসটিকের দোকান ছিল। গুজরাটে কংগ্রেস জমানার শেষের দিকে সুরাটে এক নদীর কাছে সামান্য জমি পান। তারপর সেটি হয়েছে দেশের বৃহত্তম বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল (সেজ)। তারপর বাজপেয়ী থেকে মোদি জমানা পর্যন্ত সমস্ত রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে আদানির উপস্থিতি। আদানির হাতে জলের দরে রাষ্ট্রীয় সম্পদ চলে যাচ্ছে একের পর এক। দেশের সমস্ত সম্পদ এইভাবে আদানির হাতে চলে গেলে দেশ অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়বে। কিছুদিনের মধ্যে দেশের মানুষ না খেতে পেয়ে মরবে। আদানি আজ ৪৪ বিলিয়ন ডলারের মালিক। এইভাবে রাষ্ট্রীয় সম্পদ যেভাবে আদানির গ্রাসে চলে যাচ্ছে তাতে প্রতিরোধ ও জনমত গড়তে ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক দলগুলির চাই দিল্লির ধাঁচে কৃষক আন্দোলন। আদানির সম্পদ নজিরবিহীনভাবে বেড়েছে। সেগুলো কেউ দেখতে পান না।

জানানো হয় না। ইডেনবার্গ রিপোর্টে আদানির শেয়ার মার্কেটে যখন খস নামলো তখন হৈ হৈ রৈ রৈ।

রী গুহঠাকুরতা বলেন, স্বাধীনতার আগে ও পরে অনেক শিল্পপতি এসেছে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে নিয়ে ব্রিটিশরা তাদের সাম্রাজ্য গড়েছে। টাটা-বিড়লা গ্রুপের সঙ্গে কংগ্রেসের ভালো সম্পর্ক ছিল। ইসপাহানি-আদমজীর সঙ্গে মুসলিম লীগের ভালো সম্পর্ক ছিল। কিন্তু মোদির মদতে আদানির সাম্রাজ্য বেড়েছে যা একটি নজিরবিহীন ঘটনা। ভারতের ১৩টি বন্দর আদানির। এগুলি হল— মুম্বা, লাভাশোভা, ডোনা, হাজিরা, মনগাঁও, কোরলা, তামিলনাড়ু, অন্ধ্র এবং পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব মেদিনীপুরের দীঘার কাছে তাজপুর। আর বিদ্যুতের তার নিয়ে যাওয়া বাংলাদেশে বিদ্যুৎ সরবরাহ করার নামে ফারাক্কার অনদিদুরে ঝাড়খণ্ড সীমানায় আদানি বিদ্যুৎকেন্দ্র করছে। এলাকার সমুহ ক্ষতি হবে। দেশে জাহাজ, রেলওয়ে, এয়ারপোর্ট, আপেল, আদানির গ্রাসে। পিপি মডেলের নামে দেশে আদানির চলছে ৭টি বিমানবন্দর। ভারতের বাইরে ৩টি বন্দর তার অধীনে। ব্যাকের কিছু কিছু ক্ষেত্র তার হাতে। বীমা তার হাতে, সমগ্র ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা যদি তার হাতে চলে যায়, তাহলে আমাদের দেশের আর্থিক মন্দা ভয়ানক আকার ধারণ করবে। তাই আদানির সম্পদ হাত করা ও মোদি সরকার তাকে সুযোগ করার বিরুদ্ধে আমাদের রাস্তায় নামা দরকার সব কিছু ভুলে।

তিনি কোনও রাখঢাক না করেই বলেন, আজকের ভারতে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা জিইয়ে রাখাও আদানির ইসিডেই। এটা করলে মোদি সরকার ক্ষমতায় আসার বারবার দরজা খুলে যাবে।

শ্রী গুহঠাকুরতা বলেন, আমি সহ ৫ সাংবাদিক আদানির এই উত্থান নিয়ে তথ্য সংগ্রহ করি। রিপোর্ট করি। আমার বিরুদ্ধে ৬টি আদালতে মামলা আছে। তবুও আমি আমার কাজ করে যাব। এদিনের অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সাংবাদিক সুদীপ্ত সেনগুপ্ত ও অর্ক দেব।

## ঠাকরে মামলায়

## কড়া মনোভাব

## শীর্ষ আদালতের

## রাজ্যপালের

## উদাসীনতায়

## গণতন্ত্র বিসর্জন

## হয়েছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, নয়াদিল্লি, ১৫ মার্চ : মহারাষ্ট্রে উদ্ধব ঠাকরের সরকার অপসারণের ঘটনায় ওই রাজ্যের রাজ্যপাল ভগৎ সিং কোশিয়ারিকে তীব্র আক্রমণ করেছে শীর্ষ আদালত। শিভে বিজেপি জোটের কাছে এই আঘাত ছিল অপ্রত্যাশিত। বুধবার এই নিয়ে শুনানির সময় প্রধান বিচারপতি ডি. ওয়াই. চন্দ্রচূড় মন্তব্য করেন, শুধু ক্ষমতাসীন দলে মত বিরোধের কারণে রাজ্যপাল বিধানসভায় আস্থা ভোটের ডাক দিতে পারেন না, বিশেষ করে তিনি যখন জানেন ওই আস্থা ভোটের কারণে একটি নির্বাচিত সরকারের পতন হতে পারে। রাজ্যপাল এমন উদাসীন হবেন কেন? তাকে ক্ষমতা প্রয়োগ করতে হবে যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে। এখানে তো দেখা যাচ্ছে, রাজ্যপালের নেতিবাচক ভূমিকার কারণেই একটি নির্বাচিত সরকারের পতন ঘটেছে। গণতন্ত্রের জন্যে এটা খুবই দুঃখজনক ঘটনা।

প্রসঙ্গত, শিবসেনা নেতা একনাথ শিভে বিজেপি'র সঙ্গে জোট বেধে কার্যত প্রাসাদ অভ্যুত্থান ঘটিয়ে তিন বছরের সেনা, এনসিপি ও কংগ্রেস জোট সরকারের পতন ঘটান। তাতে আস্থা ভোট ডেকে সাংবিধানিক বৈধতা দেন রাজ্যপাল। সুপ্রিম কোর্টে ঠাকরে গোষ্ঠীর আইনজীবীরা হলফনামা জারি করে দাবি জানিয়েছেন ওই আস্থা ভোট অবৈধ। কারণ শিভে গোষ্ঠীর বিধায়করা আগেই বিধানসভায় তাদের পদাধিকার হারিয়েছেন।

প্রধান বিচারপতি বলেন, তিন বছর ধরে তো জোট চমৎকার ছিল। বিবাহে কোন অশুভ ছায়া দেখা যায়নি। হঠাৎ এক সুন্দর সরকারে তারা ঘোষণা করলেন তারা সহবাস ছেড়ে দিচ্ছেন আর অমনি সরকার ভেঙে গেল। রাজ্যপালের রাজ্যের পরিস্থিতির ওপর নজর রাখা উচিত ছিল।

সরকারি আইনজীবী তুষার মেহতা বলেন, বিরোধীরা ঠাকরের ওপর আস্থা হারিয়েছিলেন। বিচারপতি চন্দ্রচূড় তাই নাকি! দেখুন কোন একটি দলে মনোমালিন্য থাকতেই পারে, থাকেও। কিন্তু তা আস্থা ভোটের সিদ্ধান্তকে মান্যতা দিতে পারে না। রাজ্যপালের ক্রটিতেই এই ঘটনা ঘটেছে। গণতন্ত্র হরণ করা হয়েছে ওই রাজ্যে।

## ডিএ ধর্মঘটে যোগ দেওয়ার কারণে

## নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের

# রেজিস্ট্রারকে বরখাস্তের নোটিস

নিজস্ব সংবাদদাতা : পশ্চিম বর্ধমানের আসানসোলার কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ডিএ ধর্মঘটে অনুপস্থিত কর্মীদের সরকারি নির্দেশনামা উপেক্ষা করে পুরো বেতন দিয়ে দিয়েছেন ও সেদিনকার অ্যাটেনডেন্স রেজিস্ট্রার অর্থ মন্ত্রকে পাঠাতে অসহযোগিতা করছেন। এই অভিযোগে নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারকে চাকরি থেকে বরখাস্তের নোটিস দিয়েছে উপাচার্য। মহাশ্ব ভাতার দাবিতে ১০ মার্চ ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছিল সরকারি কর্মীদের যৌথ সংগ্রামী মঞ্চের পক্ষ থেকে। মঙ্গলবার রেজিস্ট্রার চন্দন কোনার বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকতে গেলে উচ্চ অধিকারীকে দিয়ে তাঁকে আটকে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ ওঠে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেভেলপমেন্ট অফিসার মহেশ্বর মাল্যাদাসের বিরুদ্ধে বাধা দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-অশিক্ষক কর্মীরা প্রতিবাদের নেমে পড়েন। রেজিস্ট্রারকে চাকরি থেকে বরখাস্ত নোটিস প্রত্যাহারের দাবি তোলা হয়

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-অশিক্ষক কর্মীদের অভিযোগ, উপাচার্য উত্তর সাধন চক্রবর্তী নিজেই নানা দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত। সেই দুর্নীতির প্রতিবাদ করাতেই টার্গেট করে রেজিস্ট্রারকে চাকরি থেকে বরখাস্তের নির্দেশ দিয়েছেন। এই নোটিস অবৈধ। অগণতান্ত্রিক। এমনকী এই মুহূর্তে উপাচার্য মাত্র তিন মাসের এক্সটেনশনে রয়েছেন। ওনার এক্সিয়াই নেই এই নোটিস জারি করার। এমনই অভিযোগ করেন তাঁরা।

রেজিস্ট্রার চন্দন কোনার অভিযোগ তুলে বলেন, এই উপাচার্যর অত্যাচারে বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনও রেজিস্ট্রারই এক বছরের বেশি টেকেন না। উনি অনেক অনৈতিক কাজ করেন। অবৈধভাবে গাছ কাটাচ্ছেন। বিশ্ববিদ্যালয় এক উচ্চ অধিকারীকে তাঁর অফিসের মধ্যেই থাকার শোয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

ডেভেলপমেন্টে যে সমস্ত কাজ হচ্ছে সেই হিসাবপত্র তিনি ঠিক মতো দেন না। এইসব ঘটনার প্রতিবাদ করাতেই বরখাস্তের নোটিস পাঠানো হয়েছে আমাকে। উপাচার্য সাধন চক্রবর্তী এই মুহূর্তে রয়েছেন কলকাতায়। তাঁকে ফোনে যোগাযোগ করে হলে তিনি বলেন, গত ফেব্রুয়ারি মাসের ২০ ও ২১ এবং মার্চ মাসের ১০ তারিখ রাজা সরকারি কর্মীদের কর্মবিরতি ছিল। ওই দিনগুলি নিয়ে বিশেষ নোটিস পাঠানো হয়েছিল রাজ্য অর্থমন্ত্রকের তরফ থেকে। তাতে বলা হয়েছে যে সমস্ত কর্মীরা ওই দিনগুলিতে উপস্থিত থাকছেন না তাঁদের বেতন কিছুটা কাটা যাবে। কিন্তু সরকারি নির্দেশনামা লঙ্ঘন করে অনুপস্থিত সমস্ত কর্মীদের বিশ্ববিদ্যালয় রেজিস্ট্রার পুরো বেতন দিয়েছেন। এমনকি অ্যাটেনডেন্স রেজিস্ট্রার অর্থ দফতরে পাঠানোর জন্য যে সহযোগিতা দরকার তিনি তা করছেন না। ফলে বাধা হয়ে তিনি বরখাস্তের নোটিস দিয়েছি। দুর্নীতির অভিযোগ নিখ্যা বলেও জানান উপাচার্য।

যদিও এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে উত্তেজনা ছড়ায় এবং নোটিস প্রত্যাহারের দাবি তোলা হয়। অন্যদিকে এই ঘটনার পর কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয় দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত হয়েছে। এই অভিযোগে উপাচার্যের অপসারণের দাবিতে আন্দোলন শুরু করেছে শিক্ষকেরা

অভিযোগ, বিশ্ববিদ্যালয়কে দুর্নীতির আখড়া করে রেখেছেন উপাচার্য সাধন চক্রবর্তী। তাতে সর্বব হয়েছে রেজিস্ট্রার। তাঁর বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মবঙ্গের পাশ্চা অভিযোগ করেছেন উপাচার্য।

দীর্ঘ দিন ধরেই কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ে নানা দুর্নীতি চলছে বলে অভিযোগ আন্দোলনকারীদের। উপাচার্য সাধন

২ পৃষ্ঠায় দেখুন

## স্বীকার করেও আজব যুক্তি ব্রাত্যর

# শুধু তৃণমূল সমর্থকদের চাকরি

## হবে একথা বলেছিলেন

স্টাফ রিপোর্টার : শুধু তৃণমূলের ছেলে-মেয়েদেরই চাকরি হবে, দমদমে এক কর্মিসভায় একথা বলেছিলেন তিনি। প্রায় দেড় বছর পর ভাইরাল ভিডিয়ার সত্যতা স্বীকার করে বলেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। বুধবার এক সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে শিক্ষামন্ত্রীর আজব যুক্তি, তাহলে দলীয় সভায় কি বলব, বামেদের ছেলের চাকরি হবে, বিজেপির ছেলের চাকরি হবে ? ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের পর দমদমে তৃণমূলের এক সভায় ব্রাত্য বসুর বক্তব্য ভাইরাল হয়। সেখানে মন্ত্রীকে বলতে শোনা যায়, চাকরীটা তৃণমূলের ছেলে মেয়েরাই পাবে। একটা, সিম্পল, আর কিছু নয়, কী ভাবে পাবে, কেন পাবে, কোথায় পাবে, সেসব আমি বলব না। কিন্তু এটা হবে। এটা হয়েছে, এবং আগামী দিনেও হবে। এই নিয়ে সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে ব্রাত্য বসু বলেন, ২০২১ সালের পুজোর আগে পৌরসভা নির্বাচন করানোর পরিকল্পনা করছিল দল। তখন আমাকে এলাকায় সভা করার কথা বলা হয়েছিল। আমি দমদমে একটি কর্মিসভা করছিলাম। সেই কর্মিসভা ভাইরাল হল। কিন্তু আমি কি কোনও দফতরের কথা বলেছিলাম মন্ত্রী হিসাবে? আমি বলেছিলাম তৃণমূলের চাকরি হবে। কর্মিসভায় আমার ছেলে মেয়েদের তাহলে আমি কী বলব? আমি বলব, সিপিএম-বিজেপির ছেলে মেয়েদের চাকরি হবে? তাঁর যুক্তি, জনপ্রতিনিধি হিসাবে আমি চাকরির সুপারিশ করতেই পারি। সব চাকরি মেধার ভিত্তিতে হয় না কি? আমি তো চাকরি দিয়েছি, ভবিষ্যতেও দেব। কোন চাকরি? আমার কোটার যে চাকরি। ব্রাত্য বসুর চ্যালেঞ্জ, আমার এলাকায় যারা আমার জন্য কাজ করেন তারা অনেকে সত্যিই চাকরির দিকে তাকিয়ে থাকে। আমি আমার চাকরি তৃণমূলের ছেলে মেয়েদেরই দিয়েছি। আর আমার কোটার ন্যায্য চাকরি তৃণমূলের ছেলেমেয়েদেরই দেব। আমি ১১ সাল থেকে ৬০-৭০ জনকে চাকরি দিয়েছি। তাদের তালিকা আমি আপনাদের দিয়ে দিচ্ছি। যদি কারও কাছ থেকে একটা সন্দেহ খেয়েছি দেখাতে পারেন রাজনীতি ছেড়ে দেব।

ব্রাত্য বসুর মন্তব্যকে কটাক্ষ করে বামেরা বলেছেন, ব্রাত্যবাবু রাজ্যের লোককে বোকা ভাবেন না কি? উনি এক দিকে স্বীকার করছেন, উনি ওই কথা বলেছেন। তারপর বলছেন, কোটার চাকরি দিয়েছি। কোটার চাকরি দিয়েছেন এটা বলার কী আছে? সেটা তো যুগ যুগান্তর ধরে চলে আসছে। মানুষ জানে আপনি সেকথা বলেননি। আর কোটার চাকরি দলীয় কর্মীদের মধ্যে ভাগ বাঁটোয়ারা করাই বা কোথাকার নৈতিকতা? আপনি তো ওখানকার সমস্ত মানুষের বিধায়ক। যদি কোনও বিরোধী দলের সমর্থকের পরিবার অনাহারে থাকে আপনি তাকে চাকরি দেবেন না? তাহলে বিধায়ক হওয়ার যোগ্যতা আপনার নেই।

## ধর্মঘটে যোগ দেওয়া

## বাঁকুড়ার স্কুলে ফুল

## এনে ক্ষমাপ্রার্থী

## অভিভাবকরা

নিজস্ব সংবাদদাতা : স্কুলে গিয়ে শিক্ষকদের ফুলের তোড়া দিয়ে ক্ষমা চাইলেন অভিভাবকরা। ডিএ ধর্মঘটে যোগ দেওয়ার প্রতিবাদে গত ১১ মার্চ স্কুল তালাবন্ধ করেছিলেন স্থানীয় মানুষ। সেই জন্য শিক্ষকদের সঙ্গে দেখা করে ক্ষমা চাইলেন অভিভাবকরা। বাঁকুড়ার সারোঙ্গা ব্লকের ব্রাহ্মণডিহা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ঘটনা। জানা গিয়েছে, চলতি মাসের ১০ তারিখ ডিএ-সহ স্বচ্ছ নিয়োগের দাবিতে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ সরকারি দফতরে ধর্মঘট কর্মসূচি পালন করে। সেই ধর্মঘটে সামিল হয়েছিলেন বাঁকুড়ার সারোঙ্গা ব্লকের ব্রাহ্মণডিহা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তিন শিক্ষক। ফলে স্কুল সেদিন বন্ধ ছিল। পরের দিন শিক্ষকরা স্কুলে যোগ দিতে গেলে দেখেন স্কুলগেট তালাবন্ধ। দীর্ঘক্ষণ শিক্ষকরা স্কুলের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকেন। পরে অভিভাবকদের একাংশের হস্তক্ষেপে স্কুল খুলে পঠনপাঠন স্বাভাবিক করা হয়।

এই ঘটনার চার দিন যেতে না যেতেই নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে স্কুলে গিয়ে শিক্ষকদের হাতে ফুলের তোড়া দিয়ে ক্ষমা চাইলেন অভিভাবকরা। অভিভাবকদের দাবি, ১১ মার্চ স্কুলে তাল্য দেওয়ার সঙ্গে অভিভাবকদের কোনও যোগ ছিল না। এলাকার কিছু মানুষের প্ররোচনাতেই ওই কাজ করেছিলেন তাঁরা। শিক্ষক- ২ পৃষ্ঠায় দেখুন

## ভিতরের পাতায়

□ অর্থ প্রতারণায় গ্রেফতার কলকাতার চিকিৎসক। পৃষ্ঠা : ২ □ যোগীরাডো আক্রান্ত সাংবাদিক। পৃষ্ঠা : ৫ □ ব্যাঙ্ক বন্ধ নিয়ে প্রশ্ন এড়িয়ে চলে গেলেন বাইডেন। পৃষ্ঠা : ৭



## অর্থপ্রতারণায় গ্রেফতার কলকাতার চিকিৎসক

স্টাফ রিপোর্টার : লোন সংক্রান্ত প্রতারণার অভিযোগে কলকাতা পুলিশ ৪৪ বছর বয়সী এক চিকিৎসককে গ্রেফতার করেছে। তিনি আগে পার্ক স্ট্রিট এলাকার একটি নার্সিংহোমে কর্মরত ছিলেন। পরে তিনি ওড়িশার একটি হাসপাতালে চাকরি করা শুরু করেন। তিনি ভুয়ো নথি জমা দিয়ে ৫০ লাখ টাকা লোন নিয়েছিলেন বলে অভিযোগ। তার জেরেই তাকে কলকাতা পুলিশের ব্যাঙ্ক প্রতারণা সংক্রান্ত শাখা গ্রেফতার করেছে। পুলিশ জানিয়েছে, তিনি প্রায় ২.১ কোটি লোন প্রতারণা সংক্রান্ত ঘটনার সঙ্গেও জড়িত বলে অভিযোগ। মূলত ভুয়ো কেওয়াইসি ডকুমেন্ট জমা দিয়ে এই ধরনের প্রতারণা করা হয়েছিল বলে অভিযোগ। প্রায় ৬টি বেসরকারি ব্যাঙ্কের সঙ্গে এই প্রতারণা করা হয়েছে বলে

অভিযোগ। অভিযুক্ত দেবরাজ চন্দ্র আসলে পঞ্চসায়রের নয়াবাদের বাসিন্দা। কলকাতা থেকেই গ্রেফতার করা হয়েছে তাকে। পুলিশ সূত্রে খবর, ২০২১ সালে তিনি একটি প্রাইভেট ব্যাঙ্ক থেকে ৫০ লাখ টাকা লোন নিয়েছিলেন। তখন তিনি ভুয়ো কে ওয়াইসি ডকুমেন্ট জমা দিয়েছিলেন। এরপর তিনি লোন পেয়ে যান। অভিযুক্তকে আদালতে তোলা হয়েছিল। তাকে পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। এদিকে পুলিশের দাবি একটা গোটা চক্র এর পেছনে রয়েছে। ২২জন এই চক্রে রয়েছে। তাদের মধ্যে ৫জনকে পুলিশ ধরতে পেরেছে। এর আগে এক সিনিয়র ব্যাঙ্ক ম্যানেজারকে পুলিশ গ্রেফতার করেছিল। তিনি একটি প্রাইভেট ব্যাঙ্কে কাজ করতেন। অপর এক সরকারি আধিকারিক যিনি অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরিতে কাজ

করতেন তাকেও গ্রেফতার করা হয়েছিল।

পুলিস জানিয়েছে, ওই চিকিৎসকের সঙ্গে চক্রের চাঁইয়ের যোগাযোগ ছিল। একাধিক এজেন্ট এই চক্রের আওতায় কাজ করত। তারা নানা ধরনের ভুয়ো নথি ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে লোন আদায়ের চেষ্টা করত। এই চক্রের সঙ্গে ব্যাঙ্কের লোকজনও জড়িত থাকত বলে অভিযোগ। এর জন্য নানা এজেন্টও নিয়োগ করা হত। তারা লোন আদায়ের জন্য সোস্যাল মিডিয়ায় ভুয়ো নথির খোঁজ করত। এরপর সেগুলি দেখিয়ে ভুয়ো নামে লোন নেওয়া হত। তবে ব্যাঙ্ক এগুলি কেন যাচাই করত না সেই প্রশ্ন উঠছে।

এক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠছে তবে কি সর্বের মতোই ভূত থাকত? আর তার জেরেই ভুয়ো কেওয়াইসি জমা দিয়েও পার পেয়ে যেত তারা।

## পোস্টারকাণ্ডের তদন্তে লুকোচুরি চলাছে রাজ্যকে ভৎসনা ক্ষুদ্র হাইকোর্টের

স্টাফ রিপোর্টার : তিন সদস্যের বৃহত্তর বেস্কেই হবে নোমি পোস্টার ও কোর্ট রুম অবরোধ মামলার শুনানি। বুধবার এই নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। তবে মামলার তদন্তে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে বেশ ক্ষুদ্র আদালত। তদন্তের গতি নিয়ে অসন্তুষ্ট আদালত স্পষ্টতই জানিয়ে দিয়েছে, পরবর্তী শুনানিতে অবশ্যই পোস্টার কাণ্ডে জড়িত ছ’জনকে হাজির করতে হবে। বিচারপতি শিবগুজানমের এজলাসে এই মামলার শুনানি হয়।

বুধবার তদন্তের অগ্রগতির রিপোর্ট আদালতের কাছে জমা দেয় কলকাতা পুলিশ। সেই রিপোর্ট না খুলেই বিচারপতি সরকারি কৌসুলির উদ্দেশে জানিয়ে দেন,আমরা এই রিপোর্ট এখন খুলছি না। তদন্তের নামে আদালতের সঙ্গে লুকোচুরি খেলবেন না।

তদন্ত শায়কের গতিতে না ঘোড়ার গতিতে, কী গতিতে এগোচ্ছে আমরা দেখব। কাল্পনিক শিবগুজানমের আরও বলেন,এই ঘটনার সঙ্গে প্রতিষ্ঠানের সম্মান জড়িত। আশা

করি সঠিক তথ্য দিয়ে সাহায্য করবেন। সঠিক নাম দিন, এক দেশ দেখ করেছো অন্যজনের নাম দেওয়া ঠিক হবে না।

যে ছ’জনের বিরুদ্ধে পোস্টার দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে, এই মামলায় হাজির হতে বলা হয়েছিল, তাঁরা কেউ হাজির হননি। বিচারপতি কোর্টরুমে ঘেরাও করার অভিযোগ যে সব আইনজীবীদের বিরুদ্ধে তাঁদের নাম মুখবন্ধ খামে বার আ্যোসেসিয়েশনকে জমা দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ২৭ মার্চ এই মামলার পরবর্তী শুনানি।

## বেপরোয়া বাইক চালানের প্রতিবাদ করে খুন শিক্ষক

নিজস্ব সংবাদদাতা : দ্রুতগতিতে মোটরসাইকেল চালানোর প্রতিবাদ করায় শিক্ষককে পিটিয়ে মারার অভিযোগ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে রণক্ষেত্র হয়ে উঠল পশ্চিম মেদিনীপুরের ডেবরা। দেহ রেখে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলল জাতীয় সড়ক অবরোধ। অভিযুক্তের বাড়ি ভাঙুর করল উত্তেজিত জনতা। তাদের পাহারা দিল পুলিশ। ঘটনা সোমবারের ডেবরায় শিক্ষক লক্ষ্মীরাম টুড়ুর বাড়ির

সামনে দিয়ে দ্রুতগতিতে মোটরসাইকেল চালিয়ে যাচ্ছিল এক যুবক। তখন তাকে থামায় স্থানীয়রা। এর পর স্থানীয়দের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন যুবক। তা দেখে মীমাংসা করতে এগিয়ে যান লক্ষ্মীরামবাবু। তখন অভিযুক্ত যুবক দলবল নিয়ে লক্ষ্মীরামবাবুর ওপর হামলা চালায়। তাঁকে বেধড়ক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। গুরুতর আহত শিক্ষককে মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করেন স্থানীয়রা। মঙ্গলবার তাঁর মৃত্যু হয়।

এর পর অভিযুক্ত ৫ যুবককে গ্রেফতার করে পুলিশ। বুধবার ময়নাতদন্তের পর দেহ বাড়ি পৌঁছলে নতুন করে উত্তেজনা ছড়ায়। স্থানীয়রা ধেনে নিয়ে জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন। প্রায় ৫ ঘণ্টা ধরে চলছে সেই অবরোধ।

মহাত্মা গান্ধি জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান যোজনাতে ২০০দিনের কাজ চাই
দৈনিক ৬০০ টাকা মজুরি চাই
কর্মসংস্থান প্রকল্পে বরাদ্দ কমানো চলবে না
দেশজুড়ে দলিত হত্যা, দলিত নির্যাতন বন্ধ কর
জল জঙ্গল জমির অধিকার আইন দেশজুড়ে লাগু করতে হবে
<i>এই দাবিতে</i>
খেতমজুর দলিত কনভেনশন
২১ মার্চ বেলা ১টায়
লাহিড়ি-মুখার্জি হল, ভূপেশ ভবন, কলকাতা
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য
খেতমজুর ইউনিয়ন

নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত শ্রমিক কনভেনশনের সিদ্ধান্ত অনুসারে
রাজ্য স্তরে শ্রমিক কনভেনশন
২০ মার্চ বিকেল ৫টা শ্রমিক ভবনে
সিআইটিইউ রাজ্য দপ্তর অডিটোরিয়াম
কলকাতা, হাওড়া, হুগলি ও দুই ২৪ পরগনার
ইউনিয়নগুলোর সদস্যদের উপস্থিত থাকবেন
উজ্জ্বল চৌধুরী
সাধারণ সম্পাদক প <span> </span> : বঃ কমিটি
এডা়াইটিউসি


 বুধবার হাজরার মোড়ে মাদ্রাসা শিক্ষায় চাকরিপ্রার্থীদের নিয়োগের দাবিতে তীব্র বিক্ষোভ।ফটো : কালান্তর

## মণীশ কোঠারির জামিন হল না

স্টাফ রিপোর্টার : গরুপাচারকাণ্ডে গ্রেফতার অনুব্রত মণ্ডলের হিসাবরক্ষক মণীশ কোঠারিকে ৬ দিনের ইডি হেফাজতে পাঠাল দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালত। বুধবার মণীশের শারীরিক অসুস্থতার কথা জানিয়ে তাঁর জামিনের আবেদন করেন আইনজীবীরা। কিন্তু সেই আবেদন খারিজ করে মণীশকে ইডি হেফাজতে পাঠিয়েছেন বিচারক। তাঁকে অনুব্রতর মুখোমুখি বসিয়ে জেরা করা হবে বলে ইডি সূত্রে খবর।

গরুপাচারকাণ্ডে মঙ্গলবার অনুব্রতর মুখোমুখি বসিয়ে জেরার পর মণীশ কোঠারিকে গ্রেফতার করেছিল ইডি। বুধবার তাঁকে আদালতে পেশ করে ইডি দাবি করে, অনুব্রতর হয়ে টাকা

বার তলব করা হয়েছে হাজিরা দিয়েছেন তিনি। ফলে তাঁকে জামিন দেওয়া হোক।

দুপক্ষের সওয়াল শুনে মণীশ কোঠারিকে ৬ দিনের জন্য ইডি হেফাজতে পাঠিয়েছেন বিশেষ আদালতের বিচারক। ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে, মণীশ কোঠারিকে ফের অনুব্রতর মুখোমুখি বসিয়ে জেরা করা হবে। কী করে তিনি অনুব্রতর কালাটাকা সাদা করেছেন তা জানার চেষ্টা চালাবেন গোয়েন্দারা। তাছাড়া অনুব্রতর গোপন বিনিয়োগের তথ্যও তাঁর কাছ থেকে পাওয়া যেতে পারে বলে অনুমান। গরুপাচার কাণ্ডে এর আগে অনুব্রতর নিরাপত্তারক্ষী সায়গল হোসেনকে গ্রেফতার করেছিল ইডি।

## রেজিস্ট্রারকে বরখাস্তের নোটিস

১ পৃষ্ঠার পর চক্রবর্তীকে অবিলম্বে অপসারণের দাবিতে অনির্দিষ্ট কালের জন্য আন্দোলন শুরু করেছে কাজি নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় সমস্ত শিক্ষক-সহ শিক্ষাকর্মী। আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, বিশ্ববিদ্যালয়কে দুর্নীতির আখড়া করে তুলেছে উপাচার্য। তাদের সঙ্গে সর্বব হয়েছে রেজিস্ট্রার। সে কারণে তাঁকে বরখাস্ত করা হয়েছে। যদিও রেজিস্ট্রারের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মভঙ্গের পার্শট অভিযোগ করেছে উপাচার্য। দীর্ঘ দিন ধরেই বিশ্ববিদ্যালয়ে নানা দুর্নীতি চলছে বলে অভিযোগ আন্দোলনকারীদের। যদিও মঙ্গলবার তাঁদের ক্ষোভের বহিঃ প্রকাশ হয়েছে বলে দাবি। অভিযোগ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে নির্মাণকাজের জন্য বহু মূল্যবান গাছ কেটে বিক্রি করা হলেও তার কোনও হিসাব নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু শিক্ষক-শিক্ষিকা অনিয়মিত হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের নিয়মিত বেতন দেওয়া হয়। তাঁদের মধ্যে অনেককে কোনও দিন বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখা যায়নি। এ হেন বহু দুর্নীতির কথা লিখিত ভাবে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়, আইন ও বিচারমন্ত্রী মলয় ঘটক, শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু এবং স্থানীয় বিধায়ককে জানানো হয়।

অভিযোগ, এর পরেই রেজিস্ট্রার চন্দন কোনারকে ইমেল মারফত জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, তাঁর আর এই বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি নেই। যা ঘিরে শুরু হয় অশান্তি। মঙ্গলবার বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকতে গেলে তাতে বাধা পান রেজিস্ট্রার। তাঁর দাবি, বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করতে গেলে নিরাপত্তারক্ষীরা তাঁকে গেটেই আটকে দেন। সে খবর চাউত হলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত অধ্যাপক-সহ অন্যান্য কর্মী বিশ্ববিদ্যালয় গেটে চলে আসেন। শুরু হয় বিক্ষোভ। তাতে গোট খুলতে বাধ্য হন নিরাপত্তারক্ষীরা। তার পর শুরু হয়েছে আন্দোলন। রেজিস্ট্রারের দাবি, বহু শিক্ষক বেতন পেলেও তাঁদের কোনও দিন বিশ্ববিদ্যালয়ে চোখে দেখা যায় না। ক্যাম্পাসের বহু মূল্যবান গাছ কেটে দেওয়া হয়েছে, যার কোনও হিসাব নেই। এ হেন দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত উপাচার্য সাধন চক্রবর্তীকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিতাড়িত করার জন্য সর্বব হয়েছেন আন্দোনকারীরা। তাঁদের ঝুঁশিয়ারি, উপাচার্যকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিতাড়িত না করা পথন্ত আন্দোলন চলবেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন পর্যদের আধিকারিক মহেশ্বর মালা দাসের দাবি, উপাচার্য সাধন চক্রবর্তী নির্দেশেই রেজিস্ট্রারকে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ বাধা পেয়েছেন। পরে অন্য অধ্যাপকরা গিয়ে রেজিস্ট্রারকে ভিতরে নিয়ে আসেন। রেজিস্ট্রারকে নাকি বরখাস্ত করা হয়েছে। এ নিয়ে সম্ভবত সাকুলার জরি হয়েছে। তবে আমি দেখিনি। রেজিস্ট্রারকে বরখাস্ত করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন উপাচার্য। তিনি বলেন, বকেয়া ডিএ নিয়ে আন্দোলনকারীদের বেতন কাটা-সহ তাঁদের বিরুদ্ধে নিয়মানুযায়ী পদক্ষেপ করেননি রেজিস্ট্রার। আন্দোলনকারীদের বেতন দিয়ে দিয়েছেন। আবার ১০ মার্চ আন্দোলনের বিষয়ে তথ্য চেয়েও পাওয়া যায়নি। ফলে নবান্নকে রিপোর্ট পাঠানো যাচ্ছে না। বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা রয়েছে। তা নিয়েও সমস্যা হচ্ছে। এ সমস্ত বিষয় ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী-সহ শিক্ষা দফতরকে জানিয়েছি।

### টুকতে না দেওয়ায় কলেজে ভাঙুর

নিজস্ব সংবাদদাতা : পরীক্ষায় নকল করতে দেওয়ার দাবিতে শিক্ষকদের শারীরিক হেনস্থা করার অভিযোগ কলেজ ছাত্রদের বিরুদ্ধে। এই দাবিতে পথ অবরোধ ও কলেজ ভাঙুরও করে তারা। মঙ্গলবার মূর্শিদাবাদের শেখপাড়া জিডি কলেজের ঘটনা। খবর পেয়ে পুলিশ পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে পুলিশ শেখপাড়া জিডি কলেজে মঙ্গলবার থার্ড সেমেস্টারের পরীক্ষা ছিল। সেখানে ডেমনকল বসন্তপুর কলেজের ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষা দিচ্ছিলেন। পরীক্ষা শেষে টোকটুকি করতে দিতে হবে এই দাবিতে কলেজে ব্যাপক ভাঙুর চালায় ছাত্রদের একাংশ। ক্লাসরুমের আসবাব, ফ্যান ছাড়াও সিসি ক্যামেরা ভাঙুর করা হয় বলে অভিযোগ। এমনকী বাধা দিলে কলেজের শিক্ষকদেরও নিগ্রহ করে ছাত্ররা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে কলেজে পৌঁছয় মালিন্যের থানার পুলিশ। বুধবার পরীক্ষা দিতে এসে ফের কলেজে ভাঙুর শুরু করে ছাত্ররা। শুরু হয় পথ অবরোধ। খবর পেয়ে ফের পৌঁছয় পুলিশ। তারা অবরোধ তোল। ছাত্রদের দাবি, টোকটুকি করতে দিতে হবে। পর পর ২ দিন এই ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে পড়ছেন কলেজের শিক্ষকদের একাংশ। ঘটনায় কোনও প্রতিক্রিয়া দিতে অস্বীকার করেছেন কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ।

### মহিলা নেত্রী

### শ্যামশ্রী দাসের

### সম্পর্কে সোশ্যাল

### মিডিয়ায় অশালীন

### মন্তব্যের ঘটনার

### তদন্ত শুরু

সংবাদদাতা : পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমিতির রাজ্য সম্পাদিকা, সর্বভারতীয় জাতীয় মহিলা ফেডারেশনের (এনএফআইডব্লু) সহ- সভাপতি ও সাবেক রাজ্য মহিলা কমিশনের সদস্যা শ্যামশ্রী দাস সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় অপমানজনক ও অশালীন মন্ত্যব্যের ঘটনা ঘটেছে। তার প্রতিবাদে সমিতির কলকাতা জেলা কমিটি বুধবার লালবাজারে জয়েন্ট কমিশনার (ক্রাইম) শশ্বশুভ্র চক্রবর্তী ও সাইবার ক্রাইম পুলিশ স্টেশন অফিসার কৌশিক সিংহ রায়-এর কাছে ডেপুটেশন দিয়েছে। ডেপুটেশনে উপস্থিত ছিলেন শ্যামশ্রী দাস, মধুহন্দা দেব, তারা দে, পারমিতা দাশগুপ্ত, শিবানী দাস ও রূপালী দাস। কমিশনার ও পুলিশ অফিসার দুজনেই বিষয়টিকে যথাযথ গুরুত্ব সহকারে দেখবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন। তদন্ত শুরু হয়েছে বলে ইতিমধ্যেই লালবাজার থেকে খবর মহিলা সমিতির কাছে এসেছে। শুধু পুলিশের ওপর নির্ভর না করে সমিতি প্রচার আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছে।

### ক্ষমাপ্রার্থী অভিভাবকরা

১ পৃষ্ঠার পর শিক্ষিকাদের প্রতি এমন অসম্মানজনক ঘটনায় অভিভাবকরা মর্মান্ত। যার ফলেই এই ক্ষমাপ্রার্থনা। অভিভাবকদের এমন উদ্যোগে খুশি স্থলের শিক্ষক-শিক্ষিকারাও। স্থলের এক শিক্ষক অজয় রাউত্ জানান, সেদিনের ঘটনার সঙ্গে একজন অভিভাবকও যুক্ত ছিলেন না। হাতে গোনা কয়েকজন এসেই স্থলে গেটে তালবন্ধ করে দিয়েছিল। আজ গ্রামের অভিভাবকরা এসে নিজেদের ভুল স্বীকার করায় ভালো লাগছে। আমরা সবাই চায় স্থলের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সঙ্গে অভিভাবকদের সুসম্পর্ক বজায় থাকুক।

## সাধারণের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে চিকেন

স্টাফ রিপোর্টার : কলকাতায় মুরগির মাংসের দাম ক্রমেই বাড়ছে। আমজনতার চিকেন খাওয়ার আশাতেও এবার জল পড়ে যাচ্ছে। চিকেন বিরিয়ানির দামও বাড়তে পারে। কলকাতার একাধিক বাজারে দেখা গিয়েছে ৩০০ টাকা কেজি দরে চিকেন বিক্রি হচ্ছে। পোলট্রি ব্যবসায়ীদের দায়ি এবার পোলট্রি চাষে ক্ষতির মুখে পড়তে হয়েছিল। বাচ্চা মুরগির মৃত্যু হয়েছিল প্রচুর। তার জেরে ক্ষতির মুখে পড়েছিলেন ব্যবসায়ীরা। আর তার জেরেই এবার দাম চড়তে শুরু করেছে। ওয়েস্ট বেঙ্গল পোলট্রি ফেডারেশনের সম্পাদক মদন মাইতি জানিয়েছেন, প্রচন্ড গরমে মুরগির বাচ্চা প্রচুর মরে গিয়েছে। আরও বাচ্চা মরলে চাষিরা সমস্যায় পড়ে যাবেন। সেই সঙ্গেই মুরগির খাবারের দাম ক্রমেই বাড়ছে। সব মিলিয়ে মাংসের দাম কিছুটা বেড়েছে। তিনি জানিয়েছেন কলকাতার বাজার থেকে পোলট্রি ফ্রামগুলি প্রায় ১৫০-২০০ কিমি দূরে। বাজারে মুরগি আনতে আনতেই কিছু মরে যায়। এতে সমস্যা আরও বাড়ে। এদিকে এভাবে মুরগি মরে গেলে দামও বাড়তে থাকবে। কিন্তু খুচরো বাজারে কাটা মাংসের এত দাম কেন? কলকাতার এক পোলট্রির খুচরো বিক্রেতা জানিয়েছেন, আমরা ১৬০ টাকা কেজি মুরগি কিনি। সেগুলি ১৭০ টাকা কেজি দরে বিক্রি করি। এদিকে পালক, নাড়িভুড়িতে ৪০ শতাংশ বাদ যায়। ফ্রেস মাংস ৩০০টাকা কেজি দরে না বিক্রি করতে পারলে কিছু হবে না। গতবছর এই সময় কলকাতায় চিকেনের দাম ছিল ২২০-২৬০ টাকা। এবার সেটা দাঁড়িয়েছে ৩০০টাকা কেজি। খাসির মাংসের দাম ৮৫০-৮৮০ টাকা প্রতি কেজি। ক্রেতাদের দাবি, মুরগির মাংসতে হাত দেওয়া যাচ্ছে না। কিছুদিন আগেও ২৫০টাকা কেজি কিনেছিলাম। সেই মাংসের দামই হয়ে গিয়েছে ৩০০ টাকা। চিকেন খাওয়া কমাতে বাধ্য হচ্ছি। এত দাম দিয়ে চিকেন কেনা সম্ভব নয়। একেবারে হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে ব্যাপারটা।

ব্যবসায়ীদের একাংশের দাবি, এখন বিয়ের মরসুম। সেখানেও মুরগির মাংসের চাহিদা রয়েছে। সেক্ষেত্রে মুরগির মাংসের অত যোগান দেওয়া যাচ্ছে না। তার জেরেও দাম ক্রমেই বাড়ছে। এদিকে সমস্যায় পড়েছেন ফাস্ট ফুড, চিকেন বিরিয়ানির দোকানের মালিকরাও। এভাবে মুরগির দাম বাড়লে স্বাভাবিকভাবেই চিকেনের পদের দাম বৃদ্ধি করা ছাড়া উপায় নেই। নাহলে তারা কম দামে চিকেনের পদ বিক্রি করতে পারবেন না। সেক্ষেত্রে শুধু মুরগির দামই নয়, এবার চিকেন বিরিয়ানির দামও বাড়তে পারে বলে খবর।

## পূর্ব রেল কর্তৃপক্ষকে আইনি ব্যবস্থার হুমকি সড়ক পরিবহন ইউনিয়নের

**নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৫ মার্চ** : ভারতীয় সড়ক পরিবহন কর্মীদের জাতীয় ফেডারেশনের প্রতিনিধিরা বুধবার এক বিবৃতিতে পূর্ব রেল কর্তৃপক্ষকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, চলতি মাসের মধ্যেই যদি তাদের দাবি দাওয়াগুলির সমাধান না হয় তাহলে তারা আইনি ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হবেন। এআইটিইউসি অনুমোদিত এই শ্রমিক সংগঠনের সর্বভারতীয় সম্পাদক নওল কিশোর শ্রীবাস্তব এক বিবৃতিতে একথা বলেন।

এদিন রাজ্যের পরিবহন মন্ত্রকের মুখ্য সচিবের ডাকে প্রাণী সম্পদ ভবনের ছ’তলায় পরিবেশ দপ্তরের মুখ্যসচিব শ্রমিক নেতাদের সঙ্গে এক বৈঠকে বসেন। শ্রমিক নেতাদের দাবি হল— পূর্ব রেলের অধীনে ডানকুনি বিভাগে যে কর্মরত পরিবহন কর্মীরা আছেন তাদের জন্যে স্বাস্থ্যকর কাজের পরিবেশ নিশ্চিত করা। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন শ্রমিক নেতাদের পক্ষ থেকে নওল কিশোর শ্রীবাস্তব, অরূপ মণ্ডল এবং মহম্মদ আসগর খান। সরকারের পক্ষে ছিলেন পরিবেশ দপ্তরের বিশেষ সচিব সসীম কুমার বড়াই এবং অন্যান্য অফিসাররা। শ্রমিক নেতারা ওই বৈঠকে পরিবেশ মন্ত্রকের মুখ্য সচিবের উদ্দেশ্যে এক দাবিপত্র পেশ করেন। তারা বলেন, চলতি মাসেও যদি পূর্ব রেল কর্তৃপক্ষ মুখ বুজে থাকেন তাহলে তারা বাধ্য হবেন আইনের আশ্রয় নিতে। দু’পক্ষের পরবর্তী বৈঠক কবে হবে তা অবশ্য জানা যায়নি।

## পরীক্ষা দিতে বেরিয়ে আর বাড়ি ফেরনি উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী

নিজস্ব সংবাদদাতা : হাওড়ার বড়গাছিয়া হাই স্কুলে। পরীক্ষা দিতে বেরিয়ে ওই ছাত্র আর বাড়ি ফেরনি। এই চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। নির্খোঁজ ছাত্রের নাম সাগরদ্বীপ। উচ্চ মাধ্যমিকের প্রথম পরীক্ষার দিন ছিল মঙ্গলবার। বাড়ি থেকে পরীক্ষা দিতে বেরিয়েছিলেন হাওড়ার গুমাডিঙি আমতলা মুন্সিরহাটের পরীক্ষার্থী সাগরদ্বীপ ঘোষ। কিন্তু পরীক্ষার পর আর তিনি বাড়ি ফেরেননি। বিভিন্ন জায়গায় খোঁজখবর করেও ছাত্রের সন্ধান না পেয়ে পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছে পরিবারের লোকেরা।

পুলিস সূত্রে খবর, নির্খোঁজ পরীক্ষার্থীর সিট পড়েছে হাওড়ার বড়গাছিয়া হাই স্কুলে। পরীক্ষা দিতে বেরিয়ে ওই ছাত্র আর বাড়ি ফেরেনি। ছাত্রের পরিবার জগবল্লভপুর থানায় নির্খোঁজ ডায়েরি করেছে। কিন্তু এখনও ছাত্রের খোঁজ মেলেনি বলে খবর। নির্খোঁজ পরীক্ষার্থীর বাবা সুভাষ ঘোষ বলেন, সকাল ৮টা নাগাদ ছেলেকে টোটেতে তুলে দিয়েছিলাম। সঙ্গে যেতে চেয়েছিলাম। কিন্তু ও রাজি হয়নি। তার পর বেলা ২টো বেজে গেলেও ছেলে আর ফেরেনি। আমরা খোঁজাখুঁজি শুরু করি। কিন্তু কোথাও পাইনি। তিনি আরও জানান, খোঁজ নিতে গিয়ে কয়েক জনের কাছে শুনেছেন জগবল্লভপুর-চাঁদনি মোড়ে টোটো থেকে নেমে সাগর কারও বাইকের পিছনের আসনে বসে চলে যায়। পরীক্ষাক্ষেত্রে না গিয়ে সে অন্য কোথায় গিয়েছে তা জানা যায়নি। ছাত্রের মা ঝুমা ঘোষের দাবি, পরীক্ষা নিয়ে ছেলের কোনও ভয়-আতঙ্ক ছিল না। তার পরেও কেন সে পরীক্ষা দিতে গেল না, তা বুঝে উঠতে পারছি না।

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় পরিবারের লোকজন এবং গ্রামবাসী থানায় গিয়ে নির্খোঁজ ডায়েরি করেছেন। সবাই চাইছেন ভালয় ভালয় ছেলোট বাড়ি ফিরে আসুক। পুলিশ সূত্রে খবর, নির্খোঁজ ছাত্রের খোঁজে রাস্তা এবং আশপাশ এলাকার সিসি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

# শিল্প, শ্রম, প্রযুক্তি, কর্মসংস্থান

# আবারও কয়েক হাজার কর্মী ছাঁটাই করবে মেটা

পর্যবেক্ষক

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকের মূল প্রতিষ্ঠান মেটা আবারও নতুন করে কর্মী ছাঁটাই করতে যাচ্ছে। চলতি সপ্তাহেই প্রতিষ্ঠানটি কয়েক হাজার কর্মী ছাঁটাই করবে বলে এই বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন। গুগল ও মাইক্রোসফটের মতো প্রযুক্তি খাতের বিশাল কোম্পানিগুলো ইতিমধ্যে হাজার হাজার কর্মীকে চাকরি থেকে ছাঁটাই করেছে। অথচ, একদিকে কোম্পানিটি বন্ধাধীন কর্মী ছাঁটাইয়ের পথ নিয়েছে ঠিক তখনই কিন্তুপ্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) মার্ক জাকারবার্গ এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদের নিরাপত্তা ভাতা ব্যানো হয়েছে ১ কোটি ডলার।

গত বছরের অক্টোবরে ১১ হাজার কর্মী ছাঁটাই করেছে ফেসবুক, যা

প্রতিষ্ঠানটির মোট কর্মীর প্রায় ১৩ শতাংশ। সে সময় বলা হয়েছিল, বিজ্ঞাপন থেকে আয় কমে যাওয়ায় এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ২০০৪ সালে প্রতিষ্ঠার পর গত ১৮ বছরে এটাই প্রথমবারের মতো কর্মী ছাঁটাইয়ের সিদ্ধান্ত। এবারও কয়েক হাজার কর্মী ছাঁটাইয়ের ঘোষণা আসতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

মেটা পরিচালক ও ভাইস প্রেসিডেন্টদের ছাঁটাই করা যেতে পারে এমন কর্মীদের তালিকা তৈরি করতে বলেছে। এই তালিকা দেখে শিপগির তাঁদের ছাঁটাই করা হবে। এ বিষয়ে গতকাল সোমবার জানতে চাইলে মেটার একজন মুখপাত্র কোনো মন্তব্য করেননি। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, কর্মী ছাঁটাইয়ের এই ধাপ আগামী সপ্তাহেই চূড়ান্ত হতে পারে।

করছেন, তাঁরা আশা করছেন, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) মার্ক জাকারবার্গ তাঁর তৃতীয় সন্তানের জন্য পিতৃত্বকালীন ছুটিতে যাওয়ার আগেই বিষয়টি চূড়ান্ত হয়ে যাবে।

চলতি ২০২৩ সালকে মেটার জন্য ‘দক্ষতার বছর’ হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন জাকারবার্গ। মেটা জানায়, চলতি বছর তাদের বয় ৮৯ থেকে ৯৫ বিলিয়ন ডলার, অর্থা ৮ হাজার ৯০০ কোটি থেকে ৯ হাজার ৫০০ কোটি ডলারের মধ্যে থাকবে। এ জন্য প্রতিষ্ঠানটি নতুন করে আরও কর্মী ছাঁটাই করবে বলে মনে গুঞ্জন রয়েছে। সে জন্য বাজেট চূড়ান্ত করতে বিলম্ব করছে প্রতিষ্ঠানটি। তবে এবার ঠিক কত কর্মী ছাঁটাই হতে পারে, তা জানা যায়নি।

এর আগে করোনা-পরবর্তী সময়ে বড় পরিসরে কর্মী

ছাঁটাইয়ের ইস্যু নিয়ে সমালোচনার মুখে পড়ে মেটা। এর মধ্যেই প্রতিষ্ঠানটি জানিয়েছিল, সহপ্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) মার্ক জাকারবার্গ এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদের নিরাপত্তা ভাতা বাড়ানো হয়েছে। গত ১৫ ফেব্রুয়ারি মেটার পক্ষ থেকে জানানো হয়, জাকারবার্গ ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা বছরে মোট ১ কোটি ৪০ লাখ ডলার নিরাপত্তা ভাতা পাবেন। আগে এর পরিমাণ ছিল ৪০ লাখ ডলার। সেই হিসাবে, নিরাপত্তা ভাতা বাড়ানো হয়েছে ১ কোটি ডলার।

বৈশ্বিক বিজ্ঞাপনের বাজার দুর্বল হওয়া ও ক্রমাগত বয় বৃদ্ধির ফলে কোম্পানিটি গত বছর তার মোট জনশক্তির ১৩ শতাংশের মতো বা ১১ হাজারের বেশি কর্মী ছাঁটাই করে। এ ছাড়া ফেসবুক

পরিকল্পনা করছে সরাসরি রিপোর্ট ছাড়াই কিছু উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাকে এখন নিচের পদে কাজ করতে বলা হবে। ওয়াশিংটন পোস্ট বিষয়গুলোর সঙ্গে জড়িত একজন ব্যক্তির বরাত দিয়ে আরও জানিয়েছে, শীর্ষ নির্বাহী মার্ক জাকারবার্গ ও কোম্পানির ইন্টার্নদের মধ্যে ব্যবস্থাপনার স্তর আরও কমিয়ে আনার পরিকল্পনাও আছে মেটার। রয়টার্সের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে বক্তব্য চাওয়া হলে মেটা মন্তব্য করতে অস্বীকৃতি জানায়। তবে প্রতিষ্ঠানটির মুখপাত্র অ্যান্ডি স্টোন একাধিক টুইট বার্তায় জাকারবার্গের পূর্ববর্তী বেশ কয়েকটি বিবৃতি উদ্ধৃত করেছেন, যাতে এমন ধারণা দেওয়া হয়েছিল যে আরও কর্মী ছাঁটাইয়ের বিষয়টি আসছে।

জাকারবার্গ এই মাসের শুরুর দিকে মেটার

বিনিয়োগকারীদের বলেছিলেন, গত বছর কর্মী ছাঁটাইয়ের সিদ্ধান্ত ছিল দক্ষতার ওপর জোর দেওয়ার একটা প্রক্রিয়া। যেটা শুরু হয়েছে কিন্তু এখনো ‘শেষ হয়নি।’ ফেসবুকের প্রতিষ্ঠাতা আরও বলেন, ব্যবস্থাপনায় মধ্য স্তরের কয়েকটি ধাপ বাদ দিয়ে কোম্পানির কাঠামোয় স্তর কমিয়ে আনার প্রচেষ্টাও চালাবেন তিনি।

করোনা মহামারির সময় ঘরে আবদ্ধ মানুষ যখন তুলনামূলকভাবে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বেশি সময় ব্যয় করত, তখন কোম্পানির কাজ বেড়ে যাওয়ায় ফেসবুক ব্যাপকভাবে কর্মী নিয়োগ করেছিল। কিন্তু ২০২২ সালে প্রতিষ্ঠানটি থেকে বিজ্ঞাপনদাতারা মুখ ফিরিয়ে নিতে শুরু করলে বয় কমাতে শুরু করে ফেসবুক।

## আদানি গ্রুপের সঙ্গে লড়ে জিতলেন হিমাচলের ট্রাকমালিক-চালকেরা

পর্যবেক্ষক

হিমাচল প্রদেশে পরিবহন ভাা নিয়ে আদানি গ্রুপের সঙ্গে বচসা চলছিল ট্রাকমালিক ও চালকদের। তাঁদের ট্রাকগুলো আদানি গ্রুপের কারখানা থেকে সিমেন্ট পরিবহণের কাজে ব্যবহার করা হয়। অবশেষে ফেব্রুয়ারির শেষে এ নিয়ে একটি সমাধানে এসেছে আদানি গ্রুপ। এতে উচ্ছ্বসিত ট্রাকমালিক ও চালকেরা। তাঁরা বলছেন, এই ‘জয়ের’ পেছনে কাজ করেছে আদানি গ্রুপ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের গবেষণা প্রতিষ্ঠান হিনডেনবার্গ রিসার্চের একটি প্রতিবেদন। এই প্রতিবেদনটি ‘ঈশ্বরপ্রেরিত’ বলে মনে করছেন তাঁরা।

ট্রাকভাড়া নিয়ে বাণ্হিতওয়ার জেরে হিমাচল প্রদেশে গত ১৫ ডিসেম্বর নিজেদের দুটি সিমেন্ট কারখানা বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় আদানি গ্রুপ। তাদের ভাষা ছিল, অতিরিক্ত ট্রাকভাড়ার কারণে ওই কারখানাগুলো চালু রাখা সম্ভব হচ্ছে না। এর আগে ট্রাকভাড়া অর্ধেকে নামিয়ে আনার পরিকল্পনা করেছিল আদানি গ্রুপ। কারখানা বন্ধের সিদ্ধান্তের পর থেকে হিমাচল প্রদেশের প্রায় সাত হাজার ট্রাকমালিক ও চালক আদানি গ্রুপের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করছিলেন।

পরে আদানি গ্রুপ ঘোষণা করে ট্রাকমালিক ও চালকদের সংগঠনের সঙ্গে তাদের এই বিতণ্ডার ‘বন্ধুত্বপূর্ণ সমাধান’ করা হয়েছে। শেষ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, কারখানাগুলো চালু রাখা হবে। আর ট্রাকভাড়া ১০ থেকে ১২ শতাংশর বেশি কমানো হবে না। এই সিদ্ধান্তকে নিজেদের পক্ষে ‘জয়’ হিসেবে অভিহিত করছেন ট্রাক চালক ও ট্রাক মালিকরা। খুশি ট্রাকমালিক ও চালকদের সংগঠনের এক নেতা বলেছেন, আদানি গ্রুপের সঙ্গে রাতভর আলোচনার পর ‘জয়’ তাঁদের পক্ষে এসেছে।

এই আলোচনায় ট্রাকমালিক ও চালকদের পক্ষে অংশ নেওয়া নেতৃত্বস্থানীয় একজন রামকৃষ্ণ শর্মা। তিনি বলেন, ভারতের সবচেয়ে বড় ব্যবসা গ্রুপের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে হিনডেনবার্গের প্রতিবেদন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এটা ট্রাকমালিক ও চালকদের তৎপর হয়ে উঠতে এবং রাজনৈতিক সমর্থন পেতে সহায়তা করেছে।

গত ২৪ জানুয়ারি প্রকাশিত হিনডেনবার্গের প্রতিবেদনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ঘনিষ্ঠ গুজরাটি শিল্পগোষ্ঠী আদানিদের অস্বাভাবিক বাণিজ্যিক উত্থানের পেছনে জালিয়াতি ও শোয়ারবাজারে কারচুপিকে বড় করে দেখানো হয়েছে। এরপর নানা তদন্তের মুখে পড়েছে শিল্পগোষ্ঠীটি। তাদের ব্যবসায়েও বড় ধস নেমেছে। যুক্তরাষ্ট্রের সাময়িকী ফোর্বসের তথ্য অনুযায়ী, বিশ্বের ধনকুবেরদের তালিকায় তৃতীয় থেকে ২৬তম অবস্থানে নেমে এসেছেন আদানি গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা গৌতম আদানি।

বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে আদানি গ্রুপের বিরুদ্ধে ট্রাকমালিক ও চালকেরা বিক্ষোভ করছিলেন। তাঁদের অনেকে বলছেন, গত ১৫ ডিসেম্বর আদানি গ্রুপের কারখানা বন্ধ করার সিদ্ধান্তের পর ২৪ জানুয়ারি প্রকাশিত হিনডেনবার্গের প্রতিবেদনটি ‘ঈশ্বরপ্রেরিত’।

আদানি গ্রুপের নেওয়া নতুন সিদ্ধান্তের পেছনে হিনডেনবার্গের প্রতিবেদন কাজ করেছে কি না, তা আদানি গ্রুপের কাছে জানতে চেয়েছিল বার্তা সংস্থা রয়টার্স। এর কোনো জবাব দেয়নি তারা। এক বিবৃতিতে শিল্পগোষ্ঠীটি বলেছে, হিমাচল প্রদেশসহ সবার স্বার্থেই সমস্যার ‘বন্ধুত্বপূর্ণ’ সমাধান করা হয়েছে। বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীসহ সব অংশীদারদের কাছে তারা ‘কৃতজ্ঞ’।

তবে, আদানি গ্রুপের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ একটি সূত্র বলছে, হিনডেনবার্গের প্রতিবেদন প্রকাশের পর থেকে বিরোধীপক্ষের ‘নেতিবাচক প্রচারণার’ মুখে চাপে ছিল গোষ্ঠীটি। এর মধ্যে কারখানা চালু রাখার সিদ্ধান্ত কিছুটা হলেও তাদের জন্য স্বস্তি এনে দিয়েছে।

বিশেষজ্ঞ মহলের মতে ঐ কারখানটিও যদি বন্ধ হয়ে যেত, তাতে সাত হাজার ট্রাকমালিক ও চালক যেমন বেকার হয়ে যেতেন, যা না হওয়াটাই তাঁদের কাছে জয়। তাছাড়া, ভাড়া হ্রাসও অনেকোংশেই তাঁরা ঠেকিয়ে দিতে পেরেছেন। তেমনি আদানিরও লোকসানের বহর ও বিশ্বাসযোগ্যতায় আরও ভাটা পাতো। তাই, এই চুক্তি কিছুটা হলেও তাদের জন্য স্বস্তি এনে দিয়েছে।

# বিশ্বজুড়ে যেভাবে কর্মী ছাঁটাই করা হচ্ছে

সারার বিশ্বের শ্রমবাজার এখন অস্থিতিশীল। প্রায় সময় বড়

প্রতিষ্ঠানগুলো কর্মী ছাঁটাইয়ের ঘোষণা দিচ্ছে। কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান ইতিমধ্যে বিপুলসংখ্যক কর্মী ছাঁটাই করেছে। ২০২২ সালের শেষ দিকে গুগল, মেটা, টুইটারসহ বড় বড় প্রযুক্তিপ্রতিষ্ঠান কর্মী ছাঁটাইয়ের মধ্য দিয়ে বিশ্বে প্রথম একসঙ্গে বিপুলসংখ্যক কর্মী ছাঁটাইয়ের ঢল শুরু হয়। সেই ঢল এখনো অব্যাহত। প্রযুক্তিপ্রতিষ্ঠান ছাাও অর্থ, গণমাধ্যম, অটোমোটিভসহ আরও নানা সেক্টর থেকে কর্মী ছাঁটাই চলছে।

কর্মী ছাঁটাই নিয়ে বিশেষ প্রতিষ্ঠান লেঅফস ডট ফাইয়ের তথ্য অনুযায়ী, শুধু চলতি বছরের জানুয়ারিতেই সারা বিশ্বে প্রযুক্তিপ্রতিষ্ঠান থেকে এক লাখের বেশি কর্মী চাকরি হারিয়েছেন। ৩৫৯টি প্রযুক্তিপ্রতিষ্ঠান থেকে এসব কর্মী ছাঁটাই করা হয়েছে। এক মাসে এ সংখ্যা অনেক বেশি, যেখানে ২০২২ সালে পুরো বছরে ১ লাখ ৬০ হাজার কর্মী ছাঁটাই করা হয়েছে।

বৈশ্বিক অর্থনীতি এখনো অনিশ্চিত অবস্থায় আছে। অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা ও রাজস্বখাতিার কারণে অনেক কোম্পানি আরও কর্মী ছাঁটাই করবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। এসব দেখে অন্য প্রতিষ্ঠানগুলোও কারণ ছাড়া কর্মী ছাঁটাইয়ের পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারে, সে আশঙ্কাও আছে। এর অর্থ, হাজারো কর্মী চাকরি হারানেন। কর্মীদের এ চাকরি হারানোর খবর জানানোর পদ্ধতি প্রতিষ্ঠানভেদে আলাদা আলাদা দেখা যাচ্ছে। প্রতিষ্ঠানের কর্তাব্যক্তির নানা উপায়ে কর্মী ছাঁটাইয়ের সপক্ষে যুক্তি দিয়ে থাকেন। কেউ কেউ আবেগঘন বার্তা দিয়ে, কেউ দুঃখ প্রকাশ করছেন, আবার কেউ ছাঁটাই করতে বাধ্য হচ্ছেন বলে কর্মীদের জানিয়েছেন। এমন ছাঁটাইয়ের অধিকাংশ খবরই আবার কর্মীরা জানতে পারছেন ই-মেইল বা জুম ভিডিও কলে। এসব ঘটনায় এখন এমন প্রশ্নই সামনে চলে এসেছে, কোনো প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) কি ‘সহানুভূতি’ দেখিয়ে কর্মীদের ছাঁটাই করেছেন?

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, কর্মী ছাঁটাই করার আরও উপায় আছে। কিন্তু মানবিক ছাঁটাইয়ের আদর্শ কি অসম্ভব ব্যাপার?

ই-মেইল ও জুমে গণছাঁটাইয়ের

আবু হেনা মোস্তফা কামাল

বিবিসি, রয়টার্স, ইন্ডিয়া টুডে ও এনটিভিভি থেকে

বার্তা : প্রতিষ্ঠানগুলো কর্মীদের ছাঁটাইয়ের খবর নানা উপায়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। অনেক প্রতিষ্ঠানের কর্মী হঠাৎ আসা একটি গণ-ই-মেইলের মাধ্যমে তাঁদের চাকরি হারানোর খবর পেয়েছেন। অনেকে অফিসে গিয়ে দেখেছেন দরজায় তাঁদের কার্ডের আর অ্যাকসেস নেই, কেউ কেউ আবার অফিসে ঢুকে দেখেছেন তাঁদের ল্যাপটপ ও মেসেজিং চ্যানেলগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এ থেকেই তারা নিশ্চিত বুঝতে পারছেন, তাঁদের আর চাকরি নেই। জাকারবার্গ ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা বছরে মোট ১ কোটি ৪০ লাখ ডলার নিরাপত্তা ভাতা পাবেন। আগে এর পরিমাণ ছিল ৪০ লাখ ডলার। সেই হিসাবে নিরাপত্তা ভাতা বাড়ানো হয়েছে ১ কোটি ডলার। গত কয়েক বছরে দেখা গেছে, প্রতিষ্ঠানগুলো ভিডিও কলের মাধ্যমে কর্মীদের চাকরি হারানোর বার্তা দিচ্ছে। ২০২১ সালের ডিসেম্বরে জুম ভিডিও কলে মার্কিন মটগেজ কোম্পানি বেটার একসঙ্গে ৯০০ কর্মীকে ছাঁটাই করেছিল।

কর্মী ছাঁটাইয়ের একটি নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া থাকলেও প্রতিষ্ঠানপ্রধান সে প্রক্রিয়া অনুসরণ না করে ভিন্ন পথ অনুসরণ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, বেটারের সিইও বিশাল গর্গ বলছেন, আপনি যদি এই ভিডিও কলে থাকেন, তাহলে আপনি দুর্ভাগ্যজনক একটি পক্ষের সদস্য। এই কলের মাধ্যমে আপনাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে। অবিলম্বে এ নির্দেশ কার্যকর হবে। কোনো কোনো সিইও আবার কর্মীদের কাছে ছাঁটাইয়ের কারণ ব্যাখ্যা করেছেন, ব্যক্তিগতভাবে কোনো কোনো কর্মীর দায়িত্ব নিয়েছেন। তবে সবাই একই যে সুর বাবহার করেছেন, তা হলো- প্রতিষ্ঠানের ব্যবসা নেই, অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ।

পদ্ধতি ও বার্তা যা-ই হোক না কেন, হোম অফিসের উত্থান ও পরবর্তী সময়ে চ্যাটযাল ছাঁটাই প্রতিষ্ঠানের কর্মী ছাঁটাইয়ের ক্ষেত্রে একটি আলাদা উপাদান যুক্ত করেছে। এটাকে অস্বীকার করার উপায় নেই। সুযোগ নিলে তার অসুবিধাটাও নিতে হবে। তবে এরপরও বিশেষজ্ঞরা বলছেন, কর্মী ছাঁটাই করার নানা উপায় আছে। অনেক সহজভাবে সহানুভূতিশীল হয়েও কর্মী ছাঁটাই করা যায়।

লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিকসের সাংগঠনিক আচরণ এবং মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা বিষয়ের সহযোগী অধ্যাপক জোনাথন বুথ বলেন, ই-মেইলে বার্তায় কর্মীদের ছাঁটাই করা উচিত নয়-এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞরা সাধারণত একমত করেন। দ্রুত ও হঠাৎ এমন ই-মেইল কর্মীদের অনেক বিভ্রান্ত করে দেয়। তাঁদের এ বার্তা দেয় যে প্রতিষ্ঠানপ্রধান কর্মীদের সামনে অপরাধীর মতো মুখ দেখাতে পারছেন না, লুকিয়ে আছেন। তিনি বলেনছেন, নিয়োগকর্তারা কর্মীদের তাঁদের পরিছিতি রোখাতে, কর্মীদের কিছুটা নিরাপদ বোধ করতে সহায়তা করা উচিত।

কর্মীকে কেনে ছাঁটাই করা হলো, এ বিষয়ে ওই কর্মী অন্ধকারে থাকেন। এতে তিনি প্রতিষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানপ্রধানের ওপর অনেক বেশি বিরক্ত হন। বৈশ্বিক মার্কেট রিসার্চ ও পরামর্শক প্রতিষ্ঠান দ্য হ্যারিস পোলা এবং ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি ইন্টু ২০১৯ সালে লেঅফ আ্যাজাইটি নিয়ে ২ হাজার ২৪ জন কর্মীর ওপর জরিপ চালিয়েছে। জরিপে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ৪৮ শতাংশ বলছেন, কেনে ছাঁটাই হয়েছে-এ তথ্যের অভাব ছাঁটাইয়ের বেদনাকে আরও উসকে দেয়।

জোনাথন বুথ বলেন, যাঁরা বিমার ওপর নির্ভর করে চলেন, তাঁদের ছাঁটাইয়ের এ ধাক্কা সামাল দেওয়া বেশ কঠিন। আবার সব প্রতিষ্ঠানের পক্ষেও সব কর্মী রাখা সম্ভব হয় না। এ কারণে প্রতিষ্ঠানগুলোর করপোরেট কভারেজের পরিবর্তে সরকারপ্রদত্ত ‘বেকারত্বের সুবিধা’ পেতে কর্মীদের সহায়তা করা উচিত।

মানবিক ছাঁটাই একটি কৌশলগত শব্দ এ মানবিকতা নিয়ে প্রতিষ্ঠানের কর্মী ছাঁটাই করা সহজ বিষয় নয়। প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা মানলে সব সময় কর্মীদের প্রতি সহানুভূতি দেখানো সম্ভব হয় না। ক্যালিফোর্নিয়াভিত্তিক করপোরেট কোচিং কনসাল্ট্যান্সি কালচার পার্টনারদের ওয়ার্কসেস কালচার বিজ্ঞানী জেসিকা ক্রিগেল বলেন, মানবিক ছাঁটাই একটি কৌশলগত শব্দ। কর্মী ছাঁটাই করা মানে ওই প্রতিষ্ঠানে কাজের সঙ্গে ওই কর্মীর আর কোনো সম্পর্ক নেই। কাজের সঙ্গে সম্পর্ক শেষ হয়ে গেলে তাঁর

শিক্ষকতা : একজন শিক্ষক ক্লাসরুমে নির্দিষ্ট সময় যতটুকু পাাতে পারেন, চ্যাটজিপিটি তার চেয়ে অনেক বেশি তথ্য উপস্থাপন করতে পারে। অধ্যাপক পেংচেং শি’র মতে, চ্যাটজিপিটি ইতিমধ্যেই ক্লাসে পড়াতে পারছে। যদিও তার জানায় কিছু কিছু ভুল আছে কিন্তু প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তা সহজেই উন্নতি করা সম্ভব।

আর্থিক ও মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা খাত : বিভিন্ন ধরনের গবেষণা, তথ্য-উপাত্ত যাচাই, আর্থিক বিশ্লেষণ, চাকরির প্রার্থী বাছাই ও নিয়োগপ্রক্রিয়া ইত্যাদি কাজের ক্ষেত্রগুলোয় যে লোকবল দিয়ে তথ্য সংগ্রহ করতে হয়, সেগুলো নিম্নিষেই করতে পারে চ্যাটজিপিটি।



## কালান্তর সম্পাদকীয়

৫৬ বর্ষ ১৫৬ সংখ্যা □ ১ টেত্র ১৪২৯ □ বৃহস্পতিবার

# বিরোধী শূন্য ভারত করার লক্ষ্যে

কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি লন্ডনে আমন্ত্রিত হয়ে ভারতে গণতন্ত্রের অবক্ষয়ের বিবরণ দেওয়ায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও সরকার পক্ষ বিজেপি অতীব কুপিত হয়েছেন। তারা লোকসভায় আদানির আর্থিক কারচুপি সহ দেশের অন্যান্য জুলন্ত ইস্যুগুলি আলোচনার সুযোগ না দিয়ে রাহুলকে টার্গেট করেছেন ও তাকে জাতিদ্রোহী বলে দেগে দিচ্ছেন।

অথচ নরেন্দ্র মোদি পরিচালিত সরকার দিনে দিনে এত বেপরোয়া হয়ে উঠছে যে গণতন্ত্রের লেশটুকু রাখতে চাইছে না এবং দেশ স্বৈরশাসনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। দেশের সবকটি বিরোধী দল-এর বিরুদ্ধে সরব হয়েছে এবং ৮টি রাজনৈতিক দলের ৯ জন শীর্ষ নেতা প্রধানমন্ত্রীকে চিঠিতে তাদের ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন, অবশ্য যারা চিঠি দিয়েছেন তারা সবাই গণতন্ত্রের মডেল একথা বলা যাবে না। কিন্তু তাদের বক্তব্য পুরোপুরি সঠিক। বিজেপি সংঘ পরিবার যেন তেন প্রকারে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির অস্তিত্ব মুছে দিতে বা তাদের ঠুঁটো জগন্নাথ বানিয়ে রাখতে পরিকল্পনা এঁটেছে। এই পরিকল্পনার অঙ্গ হচ্ছে বিরোধী নেতাদের বিরুদ্ধে যখন তখন সি বি আই, এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরেট, আয়কর বিভাগকে লাগিয়ে দিচ্ছে। অভিযোগ প্রমাণ করা ও সুবিচার করা উদ্দেশ্য নয়, আসলে হইচই সৃষ্টি করে ওদের বশংবদ মিডিয়াগুলির মাধ্যমে দেখানো জনগণ যে নেতাদের ওপর আস্থা রাখতে চান তারা কতটা দুর্নীতিপরায়ণ। এজেন্সির নিশানায় থাকা কোনো নেতা যদি জামা বদল করে বিজেপিতে যোগ দেন তিনি সঙ্গে সঙ্গে ধোয়া তুলসি পাতা হয়ে যান। অতীতে এ রাজ্যের মুকুল রায়, মহারাষ্ট্রের নারায়ণ রানের ক্ষেত্রে তাই হয়েছে। অসমের হিমন্ত বিশ্বশর্মাকে একইভাবে সাফাসুতো করা হয়েছে। অন্যদিকে দিল্লির উপ মুখ্যমন্ত্রী মনীশ সিসোদিয়া, তেলেঙ্গানার বি আর এস নেত্রী কে কবিতার বিরুদ্ধে এজেন্সি লেলিয়ে দেওয়া হয়েছে। নির্লজ্জতার সীমা লঙঘন করে সিসোদিয়াকে জেলে পোরা হয়েছে। চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনি। চরম ভ্রষ্টাচারী বলে বা শঙ্কিত আদানিকে সম্মেহে লালন করা হচ্ছে। ধর্মান্ধতার মোহ আবরণ ছিন্ন করে কেন্দ্রের চরম অধার্মিক সরকারের পতন ঘটানো ছাড়া এ অবস্থা থেকে মুক্তির পথ নেই।

# পূর্বাভাসিত আরেক ব্যাংক ব্যর্থতা

জোসেফ ই স্টিগলিটজ

নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদের এই প্রতিবেদনটি ১৩ মার্চ নিউ ইয়র্কে ‘প্রজেক্ট এন্ড সিভিকেট ’ কর্তৃক প্রকাশিত। যার উপসংহারে বলা হয়েছে যে সিলিকন ভ্যালি ব্যাঙ্কের পতন নিয়ন্ত্রক ও মুদ্রানীতি উভয় ক্ষেত্রেই গভীর ব্যর্থতার প্রতীক। যারা এই জগাধিচুড়ি তৈরিতে সাহায্য করেছে তারা কি ক্ষতি কমাতে গঠনমূলক ভূমিকা পালন করবে এবং আমরা সবাই — ব্যাংকার, বিনিয়োগকারী, নীতিনির্ধারণ এবং জনসাধারণ কি অবশেষে সঠিক পাঠ শিখব?

সিলিকন ভ্যালি ব্যাংক (এসভিবি)–এর উপর চালানো — মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমস্ত উদ্যোগ আংশিকভাবে একটি পরিচিত গল্পের পুনরুত্থান। (তবে এটি তার চেয়েও বেশি) আবারও, অর্থনৈতিক নীতি এবং আর্থিক নিয়ন্ত্রণ অপরাধু প্রমাণিত হয়েছে। যার উপর সমর্থিত টেক স্টার্ট-আপগুলির প্রায় অর্ধেক নির্ভর করে।

ফেডারেল রিজার্ভের চেয়ারম্যান জেরোম পাওয়েল কংগ্রেসকে আমেরিকার ব্যাঙ্কগুলির আর্থিক অবস্থা ভাল বলে আশ্বাস দেওয়ার কয়েকদিন পরেই মার্কিন ইতিহাসে দ্বিতীয় বৃহত্তম ব্যাঙ্ক ব্যর্থতার খবর এলো। কিন্তু এলো এমন সময় যাতে বিস্মিত হওয়া উচিত নয়। পাওয়েল প্রকৌশলী সুদের হারের বড় এবং জ্রুত বৃদ্ধির পরিস্রেক্ষিতে (সম্ভবত ৪০ বছর আগে প্রাক্তন ফেড চেয়ার পল ভলকারের সুদের হার বৃদ্ধির পর থেকে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ) এটি ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল যে আর্থিক সম্পদের দামের নাটকীয় নড়াচড়া আর্থিক ক্ষেত্রে ও পদ্ধতি কোথাও এক ট্রমা সৃষ্টি করবে।

কিন্তু, পাওয়েল আবার আমাদের উদ্বিগ্ন হওয়ারও আশ্বাস দিয়েছেন প্রচুর ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও আমাদের উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত। পাওয়েল প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের নিয়ন্ত্রক দলের অংশ ছিলেন যারা ২০০৮ সালের আর্থিক মন্দার পরে প্রণীত ডড-ফ্রান্ক ব্যাঙ্ক প্রবিধানগুলিকে দুর্বল করার কাজ করেছিল। যাতে বৃহত্তম ও পদ্ধতিগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ সব ব্যাঙ্কগুলিতে প্রয়োগ করা মানগুলি থেকে ছোট ব্যাঙ্কগুলিকে মুক্ত করা যায়। সিটি ব্যাংকের মান অনুযায়ী এসভিবি ছোট। তবে এটির উপর নির্ভরশীল লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনে এটি ছোট নয়।

পাওয়েল বলেছিলেন যে নিরলসভাবে ফেড–এর সুদের হার বাড়ানো বেদনাদায়ক হবে তার বা ব্যক্তি গুঁজিতে তার সব বন্ধুদের জন্য নয়, যারা একতরফা মুনাফার আশায় বীমাবিহীন আমানত ডলারে ৫০–৬০ স্টেটে কিনে এসভিবি–কে হত্যা করার পরিকল্পনা করেছিল বলে জানা গেছে। এর আগে সরকার স্পষ্ট করে দিয়েছিল যে এই আমানতকারীদের রক্ষা করা হবে। বিশেষ করে সবচেয়ে বেদনাক্রিষ্ট অশ্বেতাদ যুবক পুরুষদের মতো প্রান্তিক এবং দুর্বল গোষ্ঠীর সদস্যদের জন্য সংরক্ষিত হবে। তাদের মধ্যে বেকারত্বের হার সাধারণত জাতীয় গড়ের চারগুণ, তার ৩.৬ শতাংশ থেকে ৫ শতাংশ বৃদ্ধি আসলে ১৫ থেকে ২০ শতাংশ এর মত বৃদ্ধি বলে ধরতে হবে। তিনি নির্দিধায় এই ধরনের বেকারত্ব বৃদ্ধির (মিথ্যা দাবি করে যে তারা মুদ্রাঙ্কীতির হার কমিয়ে আনতে প্রয়োজনীয়) সাহায্যের জন্য একটি আবেদন, বা এমনকি দীর্ঘমেয়াদী খরচের পক্ষে সওয়াল করেন।

এখন, পাওয়েলের এই অপদার্থ ও সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় ব্যথার সাওয়ালে আমাদের আরও শিকারের এক নতুন ক্ষেত্র উঠে আসে। যাতে আমেরিকার সবচেয়ে গতিশীল ক্ষেত্র এবং অঞ্চলকে আটকে যাবে। সিলিকন ভালির স্টার্ট-আপ উদ্যোক্তারা, প্রায়শই তরুণ, ভেবেছিলেন সরকার তাদের রক্ষা করছে, তাই তারা তাদের ব্যাঙ্কের ব্যালেন শিট প্রতিদিন হিসাব রাখার উপর নয়, উজ্জ্বলনের দিকেই মনোনিবেশ করেছে – যেটা তারা কোনোভাবেই করতে পারত না। (সম্পূর্ণ প্রকাশ : আমার মেয়ে, একটি শিক্ষা স্টার্টআপের সিইও, সেই গতিশীল উদ্যোক্তাদের একজন) ।

যদিও নতুন প্রযুক্তিগুলি ব্যাঙ্কিংয়ের মৌলিক বিষয়গুলিকে পরিবর্তন করেনি, তার ব্যাঙ্ক চালানোর বুকি বাড়িয়েছে। তহবিল তুলে নেওয়া এখন আগের তুলনায় অনেক সহজ। এবং সোশ্যাল মিডিয়া এই গুজবে আরও টারবাইনের গতিতে ইক্ষন দিয়েছে যা একযোগে ফান্স তুলে নেবার তরঙ্গকে উৎসাহিত করার সম্ভাবনা তৈরি করেছে (যদিও এসভিবি কথিতভাবে অর্থ স্থানান্তরের আদেশে সাড়া দেয়নি, যা একটি আইনি দুঃস্বপ্ন হতে পারে)। রিপোর্ট অনুযায়ী এসভিবি’র পতনটি ২০০৮ সালের সংকটের দিকে পরিচালিত খরাপ ঋণ দেওয়ার পদ্ধতির কারণে হয়নি। যা তাদের ঋণ বরাদ্দে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করা ব্যাংকগুলির একটি মৌলিক ব্যর্থতাকেই প্রতিফলিত করে। বরং, এটি ছিল আরও অপ্রীতিকর : সমস্ত ব্যাংকই পরিপক্বতা রূপান্তর এ নিয়োজিত থাকে, যা দীর্ঘমেয়াদী

বিনিয়োগের জন্য স্বল্পমেয়াদী আমানত প্রলুব্ধ করে। এসভিবি দীর্ঘমেয়াদী বন্ড কিনেছিল, যেই তার কারভলাইন নাটকীয়ভাবে পরিবর্তিত হয় তখনই প্রতিষ্ঠানটিকে ঝুঁকির মুখে ফেলে দিল।

নতুন প্রযুক্তিও ফেডারেল ডিপোজিট ইন্স্যুরেসের পুরানো আড়াই লাখ ডলারের সীমাকে অযৌক্তিক করে তোলে। প্রচুর সংখ্যক ব্যাঙ্কে তহবিল ছড়িয়ে দিতে নিয়ন্ত্রকের সালিশে জড়িত এমন বেশকিছু সংস্থার সাহায্যে। যারা এসব করার জন্য নিয়ন্ত্রকদের উপর আস্থা রাখেন তাদের পুরস্কৃত করা তো পাগলামী। যারা কঠোর পরিশ্রম করে এবং জনগণ যা চায় সেই নতুন পণ্য প্রবর্তন করে, তাদের কেবলমাত্র ব্যাংকিং ব্যবস্থা ব্যর্থ হওয়ার কারণে যে দেশ দমিয়ে দেয় সেই দেশ সম্পর্কে কী বলা যাবে? একটি নিরাপদ এবং শক্তিশালী ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা আধুনিক অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এবং আমেরিকা ঠিক সেই আশ্রয় অনুপ্রেরণা দেয় না।

যারি রিখল্টজ যেমন টুইট করেছেন, শৃগালের গর্তে যেমন কোনো নাস্তিক হয় না, তেমনি আর্থিক সংকটের কোনো উদারবাদও হয় না। সরকারি বিধি–বিধানের বিরুদ্ধে ধর্মযোদ্ধাদের এই আয়োজন হঠাৎ করে এসবিবি’র একটি সরকারি বেলআউটের চ্যাম্পিয়ন হয়ে ওঠে। ঠিক যেমন যেসব অর্থদাতা এবং নীতিনির্ধারণের যে ব্যাপক বিনিয়োন্ত্রণ প্রকৌশল ২০০৮ সালের সংকটের দিকে পরিচালিত করে করেছিল তাদেরই বেইল আউট করার আহ্বান জানিয়েছিল। লরেন্স সামারস, যিনি রাষ্ট্রপতি বিল ক্লিনটনের অধীনে মার্কিন ট্রেজারি সেক্রেটারি হিসাবে আর্থিক নিয়ন্ত্রণহীনতার অভিযোগের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, তিনি এসভিবি ’র একটি বেলআউটের জন্যও আহ্বান জানিয়েছিলেন। সাহায্যকারী শিক্ষার্থীদের সাহায্য করার পরিবর্তে ঋণের বোঝা নিয়ে কঠোর অবস্থান নেওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা আরও উল্লেখযোগ্য।

১৫ বছর আগে যা ঘটেছিল এবারের উত্তরও ঠিক তাই। শেয়ারহোল্ডার এবং বন্ডহোল্ডারদের, যারা ধর্মের ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ থেকে উপকৃত হয়েছে, তাদের পরিণতি বহন করতে হবে। কিন্তু এসভিবি’র আমানতকারীরা যে সম্ভাগুলি এবং পরিবারগুলি তাদের কাজ করার জন্য নিয়ন্ত্রকদের বিশ্বাস করেছিল, কারণ তারা বারবার জনসাধারণকে আশ্বস্ত করেছিল যে বীমাকৃত পরিমাণ আড়াই লাখ ডলারের কম বা বেশি যাই হোক না কেন, তারা সম্পূর্ণ উচিত কাজই করছে।

অন্যথা করা আমেরিকার সবচেয়ে প্রাপবন্ত অর্থনৈতিক খাতের একটি দীর্ঘমেয়াদী ক্ষতির কারণ হবে। বৃহৎ টেকনোলজি সম্পর্কে সবুজ প্রযুক্তি এবং শিক্ষার মতো ক্ষেত্রগুলি সহ যে যাই ভাবুক না কেন, উদ্ভাবন চলতেই হবে। আরও বিস্তৃতভাবে বলতে গেলে, আপনার অর্থ সুরক্ষিত ও নিশ্চিত করার একমাত্র উপায় হল এটিকে সিস্টেমিকভাবে ব্যর্থ হওয়া প্রায় অসম্ভব এমন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাঙ্কগুলিতে রাখা। কিন্তু, কিছু না করা জনসাধারণের কাছে একটি বিপজ্জনক বার্তা পাঠাবে। এর ফলে মার্কিন আর্থিক ব্যবস্থায় আরও বেশি বাজার ঘনত্ব এবং কম উদ্ভাবন হবে।

সারা দেশে সম্ভাব্যভাবে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য একটি বেদনাদায়ক সম্ভাহস্তের পরাে, সরকার গ্যারান্টি দেয় যে সমস্ত আমানতকারীকে সুরক্ষিত রাখা হবে, অর্থনীতিকে ব্যাহত করতে পারে এমন কোনো ব্যাংক চালানো রোধ করা হবে। অবশেষে সঠিক কাজটি করেছে। এমন এটি এক সময়ে যখন এসব ঘটনাগুলি স্পষ্ট করেছে যে সিস্টেমে ভুল ছিল।

কেউ কেউ বলবে যে এসভিবি ’র আমানতকারীদের বেইল আউট করা নৈতিক পিপদ ডেকে আনবে। এটা আজববাজে কথা। ব্যাংকের বন্ডহোল্ডার এবং শেয়ারহোল্ডাররা এখনও ঝুঁকিতে থাকবে যদি তারা ম্যানেজারদের সঠিকভাবে তদারকি না করে। ব্যাংক ঝুঁকি নিয়ে সাধারণ আমানতকারীদের ব্যবস্থা করার কথা নয় কোনো একটি প্রতিষ্ঠান যদি নিজেকে এমন একটি একটি ব্যাংক বলে, যেখানে এটিতে যা রাখা হয়েছে তা তা নিশ্চিত করতে ও কেরত দেওয়ার জন্য তার আর্থিক ব্যবস্থা আছে তবেই তারা আমাদের নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থার উপর নির্ভর করতে সক্ষম হবেন।

এসভিবি একটি একক ব্যাঙ্কের ব্যর্থতার চেয়ে আরও বেশি কিছু দেখিয়ে দিচ্ছে। এটি নিয়ন্ত্রক ও মুদ্রানীতি উভয় ক্ষেত্রেই গভীর ব্যর্থতার প্রতীক। ২০০৮ সালের সংকটের মতো, এটি পূর্বাভাসযোগ্য এবং পূর্বাভাসিত ছিল। আসুন আমরা আশা করি যে যারা এই বিশৃঙ্খলা তৈরি করতে সাহায্য করেছে তারা যেন ক্ষতি কমাতে একটি গঠনমূলক ভূমিকা পালন করতে পারে। এবং এই সময়ে, আমরা সবাই ব্যাংকার, বিনিয়োগকারী, নীতিনির্ধারণ এবং জনসাধারণ অবশেষে সঠিক পাঠ শিখব। সমস্ত ব্যাঙ্ক যাতে নিরাপদ থাকে তা নিশ্চিত করার জন্য আমাদের আরও কঠোর নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন। সমস্ত ব্যাংক আমানত বীমা করা উচিত। এবং যারা সবচেয়ে বেশি লাভ তোলে ধনী ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন, এবং যারা আমানত, লেনদেন এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক মেট্রিক্সের উপর ভিত্তি করে ব্যাংকিং সিস্টেমের উপর সবচেয়ে বেশি নির্ভর করে খরচ তাদের বহন করা উচিত। ১৯৩৭ সালের আতঙ্কের পর থেকে ১১৫ বছরেরও বেশি সময় হয়ে গেছে, যা ফেডারেল রিজার্ভ সিস্টেম প্রতিষ্ঠার দিকে পরিচালিত করেছিল। নতুন প্রযুক্তি আতঙ্ক ব্যাংক পরিচালনাকে সহজতর করেছে। কিন্তু এর পরিণতি আরও মারাত্মক হতে পারে। আমাদের নীতিনির্ধারণ ও প্রবিধানের কাঠামো সাড়া দেওয়ার সময় এসেছে।

# কৃষ্ণসাগরে মার্কিন ড্রোনটি ইউক্রেনের জন্য তথ্য সংগ্রহের নজরদারি করছিল

ভাষ্যকার



যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনীর এমকিউ–৯ রিপার নামের এই ড্রোনের একটি কৃষ্ণসাগরে বিধ্বস্ত হয়েছে। ফটো : রয়টার্স।

ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও দেশটির পশ্চিমা মিত্রদের সঙ্গে রাশিয়ার আগে থেকেই বিরোধ ও উত্তেজনা চলছে। এ উত্তেজনায় নতুন করে ঘি ঢেলেছে মার্কিন ড্রোন। রাশিয়ার যুদ্ধবিমানের তৎপরতায় স্থানীয় সময় মঙ্গলবার যুক্তরাষ্ট্রের একটি এমকিউ–৯ রিপার ড্রোন কৃষ্ণসাগরে বিধ্বস্ত হয়েছে। জানা গেছে, মার্কিন ড্রোনটি ওই এলাকায় নজরদারি করছিল। ড্রোন বিধ্বস্তের ঘটনায় রাশিয়ার সমালোচনা করেছে মার্কিন প্রশাসন। যুক্তরাষ্ট্র বলছে, রুশ যুদ্ধবিমানের এই কর্মকাণ্ড ছিল বেপরোয়া ও অপেশাদার। এ ঘটনায় ওয়াশিংটনে রাশিয়ার রাষ্ট্রদূতকে তলব করেছে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর।

মার্কিন বিমানবাহিনীর কর্মকর্তা জেনারেল জেমস বি হেকার এক বিবৃতিতে বলেন, আমাদের এমকিউ–৯ ড্রোনটি আন্তর্জাতিক আকাশসীমায় নিয়মিত অভিযানে ছিল। তখন সেটিকে আঘাত করে রাশিয়ার যুদ্ধবিমান সুখোই–২৭। এর কারণে ড্রোনটি বিধ্বস্ত হয়। এটি রাশিয়ার একটি অনিরাপদ ও অপেশাদার পদক্ষেপ। এ ঘটনা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে জানিয়েছেন দেশটির জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জ্যাক সুলিভান।

অন্যদিকে, এ ঘটনাকে ‘উসকানি’ হিসেবে দেখছে মস্কো। যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত আনাতোলি আন্তোনভ রাশিয়ার সংবাদ সংস্থা রিয়াকে বলেন, আমরা এ ঘটনাকে উসকানি হিসেবে দেখছি।

মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তলব করার পর আনাতোলি আন্তোনভ এ মন্তব্য করলেন। মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে বৈঠক ফলপ্রসূ হয়েছে মন্তব্য করে তিনি আরও বলেন, আমরা যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার মধ্যে কোনো সংঘর্ষ চাই না। আমরা রুশ ও মার্কিনদের স্বার্থে কার্যকর সম্পর্ক গড়ে তোলার পক্ষে।

তবে আনাতোলি আন্তোনভ অভিযোগ করেন, মার্কিন ড্রোনটি ইউক্রেনের জন্য তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ওই এলাকায় নজরদারি করছিল।

রাশিয়া–ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে থেকেই নজরদারির কাজে কৃষ্ণসাগরের আকাশসীমায় এমকিউ–৯ রিপার ড্রোন দিয়ে অভিযান চালিয়ে আসছে যুক্তরাষ্ট্র। এই ড্রোন ৫০ হাজার ফুট পর্যন্ত উচ্চতায় উড়তে পারে। ধারণা করা হয়, ওই এলাকায় রুশ নৌবাহিনীর গতিবিধি পর্যবেক্ষণে ড্রোনটি ব্যবহার করে থাকে মার্কিন বাহিনী।

রিপার ড্রোন হামলা চালাতেও সক্ষম। আকাশ থেকে ভূমিতে নিক্ষেপণযোগ্য হেলফায়ার ক্ষেপণাস্ত্র, লেজার–নিয়ন্ত্রিত বোমা ব্যবহার করে ১ হাজার ৭০০ কিলোমিটারের বেশি দূরত্বের লক্ষ্যবস্তুতে হামলা চালাতে পারে এটি। এই ড্রোন ব্যবহার করে ইরাক ও আফগানিস্তানে নিয়মিত নজরদারি কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

ভারতে ‘সমলিঙ্গ বিবাহ’ বা সেইম সেক্স ম্যারেজের আইনি স্বীকৃতি দাবি করে সুপ্রিম কোর্টে যে বেশ কয়েকটি মামলা করা হয়েছিল, তা বিবেচনার জন্য বিষয়টি পাঁচ সদস্যের একটি সাংবিধানিক বেঞ্চে রেফার করা হয়েছে। সেই বেঞ্চে ওই আবেদনের শুনানি হবে আগামী ১৮ এপ্রিল।

দেশের প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বে তিন সদস্যের একটি বেঞ্চ বলেছে, সমলিঙ্গ বিবাহ এমন একটি ইস্যু যার ‘সেমিনাল ইমপ্যট্যান্স’ বা সুদূরপ্রসারী তাৎপর্য আছে – ফলে এটি সাংবিধানিক বেঞ্চে শোনাই বাঞ্ছনীয়। শুধু তাই নয়, পাঁচ সদস্যের বেঞ্চে ওই শুনানি ইন্টারনেটে লাইভ স্ট্রিম বা সরাসরি সম্প্রচার করতে হবে বলেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার অবশ্য ইতিমধ্যেই স্পষ্ট করে দিয়েছে তারা একই লিঙ্গের দুজন ব্যক্তির মধ্যে বিয়েকে স্বীকৃতি দিতে রাজি

# দুটি ছেলে বা দুটি মেয়ের মধ্যে বিয়ে নিয়ে বিতর্ক

ভারতে সমকামিতা কিংবা যে কোনও দুজন ব্যক্তির মধ্যে শারীরিক সম্পর্ক আর অপরাধ বলে গণ্য নয়। ভারতে এলজিবিটিকিউ –দের সমকামিতার আন্দোলনের সঙ্গে যারা যুক্ত, তারা মনে করছেন সেই অর্জিত অধিকারকেই এখন আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় এসেছে এবং তাদের অনেকে সুপ্রিম কোর্টে এই মামলাগুলো করেছেন সেই পটভূমিতেই। আবেদনকারীরা যুক্তি দিচ্ছেন, সমাজের একটা শ্রেণির মানুষকে শুধুমাত্র তাদের সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশনের কারণে বিবাহের অধিকার থেকে রাষ্ট্র বঞ্চিত করতে পারে না। পাশ্চাত্যের বহু দেশে সমলিঙ্গ বিবাহ স্বীকৃতি পেলেও পুরো এশিয়াতে একমাত্র তাইওয়ান–ই এই ধরনের সম্পর্ককে বিয়ে’র মান্যতা দেয়।

**শুভজ্যোতি ঘোষ**
বিবিসি নিউজ বাংলা, দিল্লি
একিডেভিটের আকারে শীর্ষ আদালতের কাছে পেশ করা। ৫৬ পৃষ্ঠার ওই হলফনামায় বলা হয়, একই লিঙ্গের দুজন ব্যক্তি যদি একত্রে বসবাসও করবেন (লিভিং টুগেদার), যেটা এখন আর কোনও অপরাধ নয়, তার পরেও ভারতীয় সমাজে পরিবারে’র ধারণার সঙ্গে তার কোনও তুলনাই হতে পারে না। সুপ্রিম কোর্টকে আরও জানানো হয়, পরিবার বলতে ভারত বোঝে স্বামী, স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে গঠিত একটি ইউনিট। হিন্দু, মুসলিম বা খ্রিস্টান -- দেশের সবগুলাে প্রধান ধর্মের ক্ষেত্রেই এটা সত্যি। একটা সেইম সেক্স (সমলিঙ্গ) রিলেশনশিপ আর একটা হেটেরোসেক্সুয়াল (নারী ও পুরুষের মধ্যকার) সম্পর্ক কোনওভাবেই এক নয়

এবং দুটোকে একই মাপকাঠিতে বিচার করা যায় না বলেও যুক্তি দেওয়া হয় ওই হলফনামায়। **আদালতে সওয়াল–জবাব :** সুপ্রিম কোর্টে আবেদনকারীদের পক্ষে সওয়াল করতে গিয়ে সিনিয়র আইনজীবী অভিনেক মনু সিংধি বলেন, কোনও ব্যক্তির সেক্স, সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশন বা জেভার আইডেন্টিটির কারণে তাকে বিবাহের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যায় না। বাদীদের তরফে আর একজন আইনজীবী, সিনিয়র অ্যাডভোকেট এন এন কাউল যুক্তি দেন, ভারতের স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট অ্যাক্ট (বিশেষ বিবাহ আইন) কিন্তু যে কোনও দুজন ব্যক্তির মধ্যে বিবাহের অনুমতি দেয় -- সেখানে তাদের আর কোনও পরিচয় বিচার্য হতে পারে না।

এর আগে কেন্দ্রীয় সরকারের

তরফে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা শীর্ষ আদালতকে বলেন, নভতেজ সিং জোহর বনাম রাষ্ট্র মামলায় (সমকামিতার স্বীকৃতি) সুপ্রিম কোর্ট যে ভালবাসার অধিকার, প্রকাশ করার অধিকার কিংবা ফ্রিডম অব চয়েস দিয়েছে তাতে কেউ কোনওভাবে হস্তক্ষেপ করছে না।তবে সেই রায়টি যে বিবাহের অধিকারসহ এধরনের আর কোনো অধিকার দিচ্ছে না সেটাও সুপ্রিম কোর্ট উল্লেখ করেছিল– মনে করিয়ে দেন তুষার মেহতা।

আবেদনকারীদের পক্ষে আইনজীবী মেনকা গুরুস্বামী যুক্তি দেন, এমন কী হিন্দু ম্যারেজ অ্যাক্টও সমলিঙ্গ বিবাহকে স্বীকৃতি দিয়েছে – কারণ ওই আইনের ৫ নম্বর ধারায় শুধু দুজন হিন্দুর মধ্যে বিয়ের কথা বলা হয়েছে-- আর কোনও মাপকাঠি আসেনি। কিন্তু দেশের।

রাষ্ট্রপক্ষ আদালতে স্পষ্ট করে

দিয়েছে, তারা সেইম সেক্স ম্যারেজকে বিবাহের প্রচলিত সংজ্ঞা থেকে দূরে রাখতে চায় – কারণ সে ক্ষেত্রে এই ধরনের সম্পর্কের পার্টনারদের মধ্যেও ধনসম্পদ, উত্তরাধিকার, সম্পত্তি বা পেনশনের অধিকার নিয়েও পরে নানা জটিল প্রশ্ন উঠবে। সলিসিটর জেনারেল বিষয়টি পার্লামেন্টের ওপর ছেড়ে দেওয়ারও দাবি তুলেছিলেন, কারণ সরকার মনে করে একজন বায়োলজিক্যাল পুরুষ ও একজন বায়োলজিক্যাল নারীর মণথকার বৈবাহিক সম্পর্ক ছাড়া আর অন্য কোনও সম্পর্ককে বিয়ে বলে মানলে তা সম্পূর্ণ বিপর্যয় (‘কমপ্লিট হ্যাভক’) ডেকে আনবে। সুপ্রিম কোর্ট অবশ্য শেষ পর্যন্ত বিষয়টি আইনপ্রণেতাদের ওপর না ছেড়ে দিয়ে সাংবিধানিক বেঞ্চেই পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে –যে দিকে এখন নজর সারা দেশের।

# নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির কী হল? যোগীর মন্ত্রীকে প্রশ্ন করতেই গ্রেফতার, মারধর সাংবাদিককে

মোরাদাবাদ, ১৫ মার্চ : বছর বাইশের সঞ্জয় রানা উত্তরপ্রদেশের মোরাদাবাদের একটি হিন্দি দৈনিকের সাংবাদিক। গত রবিবার মোরাদাবাদ পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ তিনি রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী গুলাব দেবীকে প্রকাশ্যে অসম্মিতকর প্রশ্ন করে মন্ত্রীর অবমাননা করেছেন। আদালত সেই সাংবাদিককে পরে জামিনে মুক্তি দিয়েছে। এই ঘটনায় উত্তরপ্রদেশে সাংবাদিক মহলে তীব্র ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। মন্ত্রীকে অসম্মিতকর প্রশ্ন করায় তরুণ সাংবাদিকের পরিণতি দেখে অনেকেই ভীত। এর আগেও

যোগী রাজ্যে সাংবাদিক নির্বাচনের একাধিক ঘটনা ঘটেছে। সেই সাংবাদিক অবশ্য বলেছেন, সাংবাদিকের কাজ প্রশ্ন করা, প্রশ্ন তোলা। সেই কাজ করে যাব। সেই তরুণ সাংবাদিকের অভিযোগ, থানায় তুলে নিয়ে গিয়ে পুলিশ তাঁকে ব্যাপক মারধর করে। বলে, মন্ত্রীকে প্রশ্ন করার মজা বুঝবি এবার। শিক্ষামন্ত্রী গত শনিবার তাঁর নির্বাচনী কেন্দ্র চান্দাউসিতে গিয়েছিলেন একটি সরকারি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে। সেখানে অনুষ্ঠান শেষে ওই সাংবাদিক মন্ত্রীকে বলেন, নির্বাচনের আগে আপনি যে সব প্রতিশ্রুতি

দিয়েছিলেন সেগুলি একটাও রক্ষা করেননি এখনও। করে রক্ষা করবেন প্রতিশ্রুতি? প্রশ্ন শুনেই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন যোগীর মন্ত্রী। তিনি উপস্থিত বিজেপি নেতাদের কাছে ক্ষোভ উগরে দেন। মন্ত্রী এলাকা ছাড়তে অতি উৎসাহী এক বিজেপি নেতা ওই সাংবাদিককে বলেন, সাহস থাকে তো মঞ্চে এসে প্রশ্টিা করো। দেখি পাবলিক কী বলে। চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে সেই তরুণ সাংবাদিক মঞ্চে উঠে মন্ত্রীকে করা প্রশ্টি জনতার উদ্দেশ্যে শুনিয়ে জানতে চান, আমি কি অন্যায় প্রশ্ন করেছি? আপনারা কি আমার কথার সঙ্গে একমত? একজন

উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, অবশ্যই একমত। আপনি ঠিক কথাই বলেছেন। বাকিরা চুপ ছিলেন। কিন্তু নীরবতা সম্মতির লক্ষণ বুঝে সেই বিজেপি নেতাও রেগেমেগে মঞ্চ ছাড়েন। পরদিনই পুলিশ সেই সাংবাদিককে থানায় তুলে আনে। তরুণ সাংবাদিকের অভিযোগ, থানায় মারধর ও মানসিক নির্যাতনের পর পরদিন আদালতে তোলে। পুলিশ জানায়, স্থানীয় বিজেপি নেতার অভিযোগের ভিত্তিতে ওই সাংবাদিককে গ্রেফতার করা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে মন্ত্রীকে হেনস্তা করার উদ্দেশ্যে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অভিযোগ আনা হয়েছে।

## যোগীরাজ্যে ইভ টিজিংয়ের প্রতিবাদের শান্তি মহিলার বাড়ি চড়াও হয়ে বিবস্ত্র করল অভিযুক্তরা

লখনউ, ১৫ মার্চ : ইভ টিজিংয়ের প্রতিবাদ করায় ৩০ বছরের মহিলাকে মারধর করল একদল দুষ্কৃতী। কেবল মারধর করাই নয়, ওই মহিলার বাড়ি গিয়ে তাঁকে বিবস্ত্র করার অভিযোগও রয়েছে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে। উত্তরপ্রদেশের এই ঘটনায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। ঠিক কী হয়েছিল? ঘটনাটি ঘটেছিল গত বৃহস্পতিবার, ৯ মার্চ। অভিযোগ, আগ্রায় দু’জন ব্যক্তি ইভ টিজিং করে ওই মহিলাকে। তিনি সেই আচরণের তীব্র প্রতিবাদ করেন। পরে তিনি বাড়ি ফিরে গেলে অভিযুক্তরা তাদের ১১ জন বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে চড়াও হয় মহিলার বাড়ি। সেখানেই তাঁকে ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের মারধর করতে থাকে তারা। এরপর মহিলার পোশাক খুলে নেয়। সেই সঙ্গে শাসানি দিয়ে বলে, পুলিশে জানালে এর চেয়েও খারাপ পরিস্থিতি হবে। কিন্তু এই শাসানির মধ্যেও রুখে দাঁড়ান ওই মহিলা। তিনি পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেন। এরপরই অভিযুক্ত ১৩ জনের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির একাধিক ধারায় মামলা দায়ের করেছে পুলিশ। শুরু হয়েছে তদন্ত। তবে এখনও কাউকে গ্রেপ্তার করা যায়নি। অভিযুক্তরা পলাতক। তাদের সন্ধানে তল্লাশি চালাচ্ছেন পুলিশ কর্মীরা। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।

## সম্মতি দিল বার কাউন্সিল বিদেশি আইনজীবী এবং ল’ফার্মগুলি ভারতে কাজ করতে পারবে

নয়াদিল্লি, ১৫ মার্চ : বিদেশি আইনজীবী এবং আইন সহায়তাকারী সংস্থাগুলিকে (ল’ফার্ম) ভারতে কাজ করার ছাড়পত্র দিতে সক্রিয় হল বার কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া (বিসিআই)। বুধবার বিসিআইয়ের তরফে জানানো হয়েছে বিদেশি আইনজীবী এবং ল’ফার্মগুলি যাতে ভারতে কাজ করতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে দ্রুত প্রয়োজনীয় বিধি কার্যকর করা হবে। এই



বিদেশি আইনজীবী এবং ল’ফার্মগুলিকে ভারতে কাজ করার ছাড়পত্র দিল বার কাউন্সিল। ফাইল চিত্র

উদ্দেশ্যে ইতিমধ্যেই বার কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া রুলস ফর রেজিস্ট্রেশন অ্যান্ড রেগুলেশন ফর ফরেন লইয়ার্স অ্যান্ড ফরেন ল’ফার্মস ইন ইন্ডিয়া ২০২২ বিধি চালু করতে সক্রিয় হয়েছে বলে বিসিআই জানিয়েছে। বিদেশি আইনজীবী এবং ল’ফার্মগুলি ভারতে কাজ করার সুযোগ পেলে এ দেশের আইনজীবী এবং সলিষ্ট সংস্থাগুলি পেশাগত প্রতিযোগিতায় ক্ষতিগ্রস্ত হবে না বলেও জানিয়েছে বিসিআই। সংস্থার তরফে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, একটি সীমাবদ্ধ এবং সুনিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিতে দরজা খোলা হলে এ পদক্ষেপ ভারতকে কোনও অসুবিধার মুখে ফেলবে না। বরং প্রাথমিক ভাবে মোকদমাবিহীন আইনি পরামর্শ সংক্রান্ত বিষয়গুলিতে এবং আন্তর্জাতিক সালিশি মামলাগুলির ক্ষেত্রে দেশ উপকৃত হবে বলেই সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে।

বলেও জানিয়েছে বিসিআই। সংস্থার তরফে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, একটি সীমাবদ্ধ এবং সুনিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিতে দরজা খোলা হলে এ পদক্ষেপ ভারতকে কোনও অসুবিধার মুখে ফেলবে না। বরং প্রাথমিক ভাবে মোকদমাবিহীন আইনি পরামর্শ সংক্রান্ত বিষয়গুলিতে এবং আন্তর্জাতিক সালিশি মামলাগুলির ক্ষেত্রে দেশ উপকৃত হবে বলেই সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে।

## ভারতের সবচেয়ে দূষিত শহর দিল্লি

নয়াদিল্লি, ১৫ মার্চ : পৃথিবীর সবচেয়ে দূষিত দেশের তালিকায় ভারত এখন অষ্টম স্থানে। আগে পাঁচ নম্বরে ছিল। এখন দূষণের মাত্রা কিছুটা কমায় ক্রমসংখ্যায় নেমে এসেছে। তবু এটা মোটেই সুখের খবর নয়। কারণ, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সুস্থ পরিবেশের যে মাপকাঠি স্থির করেছে, তার তুলনায় দশগুণ খারাপ অবস্থা ভারতের। সুইস সংস্থা আইকিউ এয়ার প্রতি বছর ১৩০টি দেশে সমীক্ষা করে এই র‍্যাঙ্কিং করে। তাদের হিসাবে সবচেয়ে দূষিত দেশ হল উত্তর-মধ্য আফ্রিকার দরিদ্র দেশ চাদ।



ভারতের রাজধানী দিল্লির ভয়াবহ দূষণের একটি ফাইল চিত্র।

তারপর রয়েছে ইরাক, পাকিস্তান, বাহরিন, বাংলাদেশ, বুরখিনা ফাসো, কুয়েত, ভারত, ইজিপ্ট, কাজাখস্তান। কৌতূহলের বিষয়, ভারতের সবচেয়ে দূষিত শহর কোনটি? অবিসংবাদিতভাবে

দেশের সবচেয়ে দূষিত শহর এখনও রাজধানী দিল্লি ও রাজস্থানের দিবাড়ি। গত বছরও সমীক্ষায় দেখা গিয়েছিল, দিল্লির পরিবেশ গোটা দেশে সবচেয়ে খারাপ ও দূষিত। এবারও দেখা

গেল। দিল্লির পরই দ্বিতীয় সবচেয়ে দূষিত মেট্রোপলিটন শহর হল কলকাতা। তবে কলকাতা দ্বিতীয় স্থানে থাকলেও দিল্লির দূষণের তুলনায় কলকাতার দূষণ অনেকটাই কম। আর দূষণের নিরিখে পৃথিবীর বিভিন্ন শহরের মধ্যে কলকাতা রয়েছে ৯৯ তম স্থানে। দিল্লি ও কলকাতার পর মেট্রো শহরগুলির মধ্যে দূষণের নিরিখে তৃতীয় স্থানে রয়েছে মুম্বই। দেখা যাচ্ছে, তুলনায় চমোইয়ে দূষণ মেট্রো শহরগুলির মধ্যে সবচেয়ে কম। তাছাড়া হায়দরাবাদ ও বেঙ্গালুরুর পরিবেশ মন্দের ভাল।

## মহারാষ্ট্রে বাল্যবিবাহ ঘিরে তুমুল বিতর্ক

জয়পুর, ১৫ মার্চ : কথা ছিল সময় মতো পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছে যাওয়ার। কিন্তু তা করে ১৬ বছরের নাবালিকা সোজা পৌঁছে গেলেন বিবাহ আসরে। বসলেন বিয়ের পিঁড়িতে। মহারাষ্ট্রে বাল্যবিবাহের ঘটনা সামনে আসতেই শুরু হয়েছে বিতর্ক। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার এসএসসি বোর্ডের অঙ্ক পরীক্ষায় বসার কথা ছিল মহারাষ্ট্রের বিড জেলার এক নাবালিকার। কিন্তু তার বাড়ির লোক আগেভাগেই ওই দিন তার বিয়ে ঠিক করে রেখেছিলেন। ফলে স্কুল ইউনিকর্ম তুলে রেখে কনের সাজে ছাদনাতলায় পৌঁছে গিয়েছিল সে। গোটা ঘটনার বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই নড়েচড়ে বসে পুলিশ। পার্লি তেহসিলের ওই বিয়ের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ১৫০-২০০ জন এবং

আত্মীয়দের মধ্যে ১৩ জনের বিরুদ্ধে স্বতঃপ্রনোদিতভাবে অভিযোগ দায়ের করা হয় পুলিশের তরফেই। এ দেশের সংবিধান অনুযায়ী ১৮ বছরের নিচে মেয়েদের বিয়ে বেআইনি। তাই আইনবিরুদ্ধ ভাবেই ১৬ বছরের মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা করায় বিপাকে ওই ছাত্রীর পরিবার। গ্রামের প্রধানের কাছে

গেলে তিনিও জানতে চান, কেন আইন ভেঙেছে ওই পরিবার। যদিও নাবালিকা কনের বাড়ির লোকেরা এ নিয়ে মুখ খুলতে চাননি। গোটা বিষয়টি নিয়ে সর্বব সমাজকর্মী তত্ত্বাবধি কাঙ্গালি। তাঁর দাবি, বিয়ের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হওয়ার পর সেই গ্রামে পৌঁছেছিল পুলিশ। ফলে এবার এ বিষয়ে কী পদক্ষেপ করা হয়, সেটাই দেখার।

গেলে তিনিও জানতে চান, কেন আইন ভেঙেছে ওই পরিবার। যদিও নাবালিকা কনের বাড়ির লোকেরা এ নিয়ে মুখ খুলতে চাননি। গোটা বিষয়টি নিয়ে সর্বব সমাজকর্মী তত্ত্বাবধি কাঙ্গালি। তাঁর দাবি, বিয়ের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হওয়ার পর সেই গ্রামে পৌঁছেছিল পুলিশ। ফলে এবার এ বিষয়ে কী পদক্ষেপ করা হয়, সেটাই দেখার।

## কোটায় আত্মঘাতী বিহারের মেধাবী ছাত্রী

কোটা, ১৫ মার্চ : কোটায় আবার আত্মহত্যা। গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতী ১৮ বছরের ছাত্রী। তাঁর বাবা-মা তাঁর জন্য নতুন বাড়ি খুঁজতে বেরিয়েছিলেন। সেই অবকাশেই আত্মহত্যা করেছেন তিনি। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত ছাত্রীর নাম শেমবুল পরভিনি। তিনি বিহারের চম্পারনের বাসিন্দা। কোটায় থেকে তিনি ডাক্তারির পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। কোটার হস্টেলে থাকতেন ওই ছাত্রী। সম্প্রতি, মেয়েকে দেখতে এসেছিলেন বাবা-মা। গত মঙ্গলবার তাঁরা মেয়েকে হোস্টেলে রেখেই তাঁর জন্য নতুন বাড়ির সন্ধানে বেরিয়েছিলেন। সেই সময়েই গলায় দড়ি দিয়েছেন ওই ছাত্রী। অভিভাবকদের বক্তব্য, তাঁদের মেয়ে পড়াশোনা নিয়ে গত কয়েক দিন ধরেই মনমরা ছিলেন। পরীক্ষায় কম নম্বর পাওয়ায় হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। তা ছাড়া, হস্টেলের খাবার নিয়েও হতাশ ছিলেন তিনি। অভিযোগ, হস্টেলে নিম্নমানের খাবার দেওয়া হত। যখন ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবক দেখা করতে আসতেন, তখন তাঁদের সামনে শুধু ভাল খাবার পরিবেশন করতেন হোস্টেল কর্তৃপক্ষ। মৃত ছাত্রীর বাবা জানিয়েছেন, কোটিং ক্লাসে যাওয়ার আগে যাতে ভাল খাবার পাওয়ার আশায় তাঁর মেয়ে চাইতেন, মা তাঁর সঙ্গেই এসে থাকত। মেয়ে পড়াশোনাতেও ভাল ছিল বলে জানিয়েছেন বাবা। কিন্তু গত কয়েক দিন ধরে তাঁর পরীক্ষার নম্বর কম হচ্ছিল। পুলিশ জানিয়েছে, মঙ্গলবার কয়েক ঘণ্টার জন্য মেয়েকে রেখে বেরিয়েছিলেন বাবা-মা। তাঁরা ফিরে দেখেন, সদর দরজা বন্ধ। ঘরের জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখেন মেয়ে সিলিং থেকে ঝুলছেন।

কোটায় ছাত্র-ছাত্রীদের আত্মহত্যার ঘটনা নতুন নয়। অভিযোগ, পড়াশোনার চাপের সঙ্গে তাল মেলাতে না পেরে ছাত্রছাত্রীরা চরম সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন। এর আগেও যে কারণে রাজস্থানের এই শহর শিরোনামে উঠে এসেছে। কোটায় ছাত্র-ছাত্রীদের আত্মহত্যার ঘটনা নতুন নয়। অভিযোগ, পড়াশোনার চাপের সঙ্গে তাল মেলাতে না পেরে ছাত্রছাত্রীরা চরম সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন। এর আগেও যে কারণে রাজস্থানের এই শহর শিরোনামে উঠে এসেছে।

## বেঙ্গালুরুর স্টেশনে রেলকর্মীর অভব্যতা’য় কঁদে ফেললেন তরুণী, এগিয়ে এলেন সহযাত্রীরা

বেঙ্গালুরু, ১৫ মার্চ : বেঙ্গালুরুর কেআর পুরম স্টেশনে এক রেলকর্মীর অভব্যতার মুখে পড়ার অভিযোগ এক তরুণী। তাঁর টিকিট আছে কি না তা নিয়ে হেনস্থার মুখে পড়তে হয় বলে অভিযোগ। রেলকর্মীর অভব্যতা’য় কঁদে ফেলেন ওই তরুণী। এই ঘটনার ভিডিয়ো ফুটেজ সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। ভাইরাল ভিডিয়ো হাওড়া-এসএমভিটি সুপার ফাস্ট ট্রেনের ওই মহিলা যাত্রীকে কঁাদতে কঁাদতে এক রেলকর্মীকে বলতে শোনা যাচ্ছে, আপনি আমাকে বিরক্ত করছেন কেন? আমি টিকিট কেটেছি, তাই এখানে আছি। হেনস্থায় অভিযুক্ত রেলকর্মী তাতেও কোনও হেলদোল নেই। তিনি বলেন, দেখান, তার পর চলে যান। যতসব! এটাই আমার কাজ। তরুণী যখন রেলকর্মীর সামনে প্রায় কঁদে

## সুপ্রিম কোর্টে শিব সেনা মামলা শুনলেন কেনিয়ার প্রথম মহিলা প্রধান বিচারপতি



শিবসেনা মামলা শুনছেন কেনিয়ার মহিলা বিচারপতি।

ফটো : সংগৃহীত

নয়াদিল্লি, ১৫ মার্চ : তিনি এদেশীয় নন। ভারতের সুপ্রিম কোর্টের স্বীকৃত বিচারপতিও নন। তাও সুপ্রিম কোর্টের মহাগুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক বেঞ্চের অধীনে থাকা মামলা শুনলেন। তাও বিচারপতিদের আসনে বসে। মঙ্গলবার শিব সেনা সংক্রান্ত এক গুরুত্বপূর্ণ মামলা চলাকালীন সুপ্রিম কোর্টে এই কাণ্ডটিই ঘটেছে। আসলে যে মহিলার কথা বলা হচ্ছে তিনি কেনিয়ার প্রথম মহিলা প্রধান বিচারপতি মার্খা কোমে। মঙ্গলবার তিনি শিব সেনা সংক্রান্ত মামলাটির শুনানিতে উপস্থিত ছিলেন

ভারতের সুপ্রিম কোর্টের অতিথি হিসাবে। শীর্ষ আদালতে এই ধরনের ঘটনা নতুন কিছু নয়। মার্খো ভিনদেশ থেকে বিচারপতিরা আসেন এদেশের বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে। কিছুদিন আগে সিঙ্গাপুর থেকে বিচারপতি এসেছিলেন ভারতের সুপ্রিম কোর্টে। মঙ্গলবার যে মামলার শুনানিতে কেনিয়ার প্রথম মহিলা প্রধান বিচারপতি সেটি ছিল শিব সেনার একনাথ শিঙে এবং উদ্ধব ঠাকরে বিবাদ সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ মামলা। সেটি আবার চলছিল প্রধান বিচারপতি

ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীন সাংবিধানিক বেঞ্চের অধীনে। মামলা শুরুর আগে এদিন প্রধান বিচারপতিই কেনিয়ার প্রধান বিচারপতিকে স্বাগত জানান। বেশ কিছুক্ষণ মামলাটি বিচারপতির আসনে বসেই শোনেন তিনি। আসলে কেনিয়ার বিচারপতিদের একটি প্রতিনিধিদল এই মুহূর্তে ভারত সফরে। এদেশের সংবিধান, বিচার ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে চান সেদেশের প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন দলের প্রতিনিধিরা। সপ্তাহখানেক আগে রাষ্ট্রপতি সঙ্গেও দেখা করেন তারা।

## প্রাথমিকের শিক্ষকদের ধর্নার অনুমতিই দিল না ওড়িশা সরকার



মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়কের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখাতে ধন্য বসতে চেয়েছিলেন প্রাথমিক শিক্ষকেরা।

ফাইল চিত্র।

ভুবনেশ্বর, ১৫ মার্চ : পাকা চাকরি, পেনশন এবং বেতন বৃদ্ধি এই তিন দাবিতে সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখাতে রাজধানী ভুবনেশ্বরে তিন দিনের ধর্মীয় বসার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন প্রাথমিক শিক্ষকেরা। তাঁদের মূলত তিনটি- প্রথমত, সহকারী শিক্ষক হিসাবে যাঁরা দেড় হাজার টাকার বেতনে কাজে যোগ দিয়েছিলেন, ছ’বছর চাকরি কোনও শিক্ষক স্কুলে ছুটি নেন বা উপস্থিত না হন তবে তাঁর বা তাঁদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা

হবে। ওড়িশার বিজেডি সরকারের মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়কের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখাতে রাজধানী ভুবনেশ্বরে তিন দিনের ধর্মীয় বসার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন প্রাথমিক শিক্ষকেরা। তাঁদের মূলত তিনটি- প্রথমত, সহকারী শিক্ষক হিসাবে যাঁরা দেড় হাজার টাকার বেতনে কাজে যোগ দিয়েছিলেন, ছ’বছর চাকরি কোনও শিক্ষক স্কুলে ছুটি নেন বা উপস্থিত না হন তবে তাঁর বা তাঁদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা

পেনশন প্রকল্প ফিরিয়ে আনা হোক। তৃতীয়ত, কেন্দ্রীয় বেতন পরিকাঠামো অনুযায়ী বেতন দিতে হবে প্রাথমিকের শিক্ষকদের। এই তিন দফা দাবিতে তিন দিনের ধর্মীয় অনুমতি চেয়েছিলেন প্রাথমিকের দেড় লক্ষ শিক্ষক। নবীনের সরকার সেই অনুমতি তো দেয়ইনি বরং প্রাথমিক শিক্ষকেরা যাতে ওই তিন দিন কোনও ভাবেই ছুটি নিতে না পারেন তার ব্যবস্থা পাকা করেছে।



বেঙ্গালুরুর রেল স্টেশনে রেলকর্মীর বিরুদ্ধে হেনস্থার অভিযোগ তরুণী। ফটো : সংগৃহীত।

ফেলেন, তখন তাঁর পাশে দাঁড়ান ওই ট্রেনেই তরুণী যাত্রীর কয়েক জন সহযাত্রী। স্টেশনেই উপস্থিত এক সহযাত্রীকে বলতে শোনা যায়, এই তরুণী একা সফর করছেন। ওই ব্যক্তি তাঁকে বিরক্ত করে যাচ্ছেন। আমি ওই তরুণীকে চিনি না কিন্তু যে ভাবে ওই রেলকর্মী তাঁকে হেনস্থা

করছেন, তা দেখে চুপ থাকা যায় না। ওই ভিডিয়োটি দেখে অনেকেই মনে করছেন, ওই রেলকর্মীর ব্যবহার মেনে নেওয়া যায় না। তরুণীকে বার বার বলতে শোনা যায়, তিনি টিকিট দেখিয়েছিলেন অন্য এক টিকিট পরীক্ষককে। কিন্তু সে কথা মানতে রাজি নন পট্যাকর্মে

দাঁড়িয়ে থাকা অভিযুক্ত রেলকর্মী। তরুণীকে দাঁড় করিয়ে রাখেন ওই রেলকর্মী। তা নিয়ে আশপাশ থেকে যাত্রীরা উপস্থিত হন। তা দেখে রেলকর্মী সরে যাওয়ার চেষ্টা করলেও সহযাত্রীরা তাঁকে আটকে দেন। সেই সময়ই ওই অভিযুক্ত রেলকর্মী মত্ত অবস্থায় আছেন বলে দাবি করেন তরুণীর সহযাত্রীদের কয়েক জন। সূত্রের খবর, ওই রেলকর্মীকে সাসপেন্ড করেছে দক্ষিণ-পশ্চিম রেলওয়ে ট্রেনে করে ওই তরুণী বেঙ্গালুরু পৌঁছান, সেই ট্রেনটিতে চড়ে হাওড়া থেকে বহু মানুষ বেঙ্গালুরু যান। কিন্তু তেমনই একটি ট্রেনে এমন ঘটনায় প্রশ্নের মুখে রেলের যাত্রী সুরক্ষা। এই ঘটনার ঠিক একদিন আগে এক টিকিট পরীক্ষককে লখনউতে গ্রেফতার করা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি এক যাত্রীর মাথায় প্রচাব করেছিলেন।







# ব্যাংক বন্ধ হওয়া নিয়ে প্রশ্ন করায় সাংবাদিক সম্মেলন শেষ না করেই বেরিয়ে গেলেন বাইডেন

ওয়াশিংটন, ১৫ মার্চ : যুক্তরাষ্ট্রের সিলিকন ভ্যালি ব্যাংক বন্ধ হয়ে যাওয়া নিয়ে সোমবার সাংবাদিকদের প্রশ্নের মুখে পড়েছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। তবে তিনি সেসব প্রশ্নের জবাব না দিয়ে সংবাদ সম্মেলনের মাঝপথেই বের হয়ে যান। ইতিমধ্যে এ ঘটনার ভিডিওটি ছড়িয়ে পড়েছে। সোমবার স্থিতিস্থাপক ব্যাংকিং ব্যবস্থা বজায় রাখা এবং অর্থনৈতিক সংকট কাটিয়ে ওঠা নিয়ে সংবাদ সম্মেলনে কথা বলেন বাইডেন। বক্তব্য শেষে এক সাংবাদিক তাঁকে প্রশ্ন করেন, প্রেসিডেন্ট, কেন এমন ঘটনা ঘটল, সে ব্যাপারে এ মুহূর্তে আপনি কী জানেন? আপনি কি মার্কিন নাগরিকদের আশুস্ত করতে পারেন যে এ ঘটনার কোনো প্রভাব পড়বে না? এক মুহূর্তও দৃষ্টিপাত না করে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বাইডেন হাঁটতে শুরু করেন। এরপর আরেক সাংবাদিক তাঁকে প্রশ্ন করেন, মাননীয়

প্রেসিডেন্ট, অন্য ব্যাংকগুলো কি ব্যর্থ হবে? সে প্রশ্নেরও জবাব না দিয়ে বাইডেন সাংবাদিক সম্মেলনকক্ষ থেকে বের হয়ে যান। হোয়াইট হাউসের ইউটিউব চ্যানেলে প্রকাশিত ভিডিওটি ইতিমধ্যে ইন্টারনেট দুনিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। ৪০ লাখের বেশিবার ভিউ হয়েছে এটির। ভিডিওর নিচে মন্তব্য করার সুযোগ বন্ধ রাখা হয়েছে। এ নিয়ে টুইটারে অনেকে ফ্লোভ প্রকাশ করেছেন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন যে এবারই প্রথম সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বের হয়ে গেছেন, এমনটা নয়। চীনের নজরদারি বেলুন শনাক্ত হওয়া নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের মুখে পড়ার পরও তাঁকে সংবাদ সম্মেলন থেকে বের হয়ে যেতে দেখা গিয়েছিল। সংবাদ সম্মেলনে এক সাংবাদিক তাঁর কাছে জানতে চেয়েছিলেন, পরিবারের ব্যবসায়িক সম্পর্কের কারণে কি আপনি আপস করছেন? প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে

বাইডেন বলেন, আমাকে একটা বিরতি দিন। এরপর সেখান থেকে তিনি বের হয়ে যান। গত বছর এক ভিডিও ক্লিপে দেখা গিয়েছিল, সাংবাদিকদের প্রশ্নের মুখে পড়ে বাইডেন হাসছিলেন। কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্টের সঙ্গে বৈঠকের পর প্রশ্নের মুখে পড়েছিলেন তিনি। তখন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অনেকে বলেছিলেন, বাইডেন সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে চাননি, কারণ তাঁর কাছে জবাব ছিল না।

সাংবাদিকের প্রশ্ন আমলে না নিয়ে বের হয়ে যাওয়া নিয়েও ২০২১ সালে প্রশ্নের মুখে পড়েছিলেন বাইডেন। সাংবাদিক সম্মেলনকক্ষ থেকে বের হওয়ার সময় সিবিএস-এর এক সাংবাদিক বলেছিলেন, সি চিন পিং ও অন্য নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করা নিয়ে আপনি কবে প্রশ্নের জবাব দেবেন। কখন আপনি আমাদের প্রশ্নের জবাব দেবেন স্যার?

# ইমরানের বাড়ির সামনে থেকে পিছু হটেছে পুলিশ, সরানো হয়েছে রেঞ্জার্স



মঙ্গলবার ইমরান খানকে গ্রেপ্তারে পুলিশ লাহোরের জামান পার্কে তাঁর বাড়িতে এলে পিটিআই কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ শুরু হয়।

**ইসলামাবাদ, ১৫ মার্চ** : পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ও পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ (পিটিআই) নেতা ইমরান খানের বাসভবনের সামনে থেকে পিছু হটেছে পুলিশ। সরিয়ে নেওয়া হয়েছে রেঞ্জার্স। ইমরানকে গ্রেপ্তারের জন্য লাহোরের জামান পার্কে তাঁর বাসভবনের সামনে অবস্থান করছিল পুলিশ। পরে ইমরান খানের সমর্থকদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ হয়। পুলিশ সমর্থকদের লক্ষ্য করে কাঁদানে গ্যাসের শেল ছোড়ে। সমর্থকেরাও ইটপাটকেল ছোড়েন। ইমরানকে গ্রেপ্তার করার কোনো সুযোগ পুলিশকে দেননি সমর্থকেরা। সূত্রের বরাতে জিও নিউজ জানিয়েছে, বুধবার পুলিশ সরসারী পিছু হটার পর পিটিআইয়ের প্রধান ইমরান খান মাস্ক পরে তাঁর বাসভবন থেকে বের হয়ে আসেন এবং দলীয় কর্মীদের সঙ্গে দেখা করেন।

পিটিআইয়ের টুইটার অ্যাকাউন্টে ভিডিওটি শেয়ার করা হয়েছে। ইমরান খানকে গ্রেপ্তার করতে পুলিশ ব্যর্থ হলে আদালতের নির্দেশ বাস্তবায়নে পাঞ্জাব রেঞ্জারদের একটি দল তাঁর বাড়ির সামনে পৌঁছায়। পরে তাদের সরিয়ে নেওয়া হয়। সূত্র বলছে, বুধবার পাকিস্তান সুপার লিগের নির্ধারিত ম্যাচ থাকায় পুলিশ সদস্যদের সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। ওই এলাকা থেকে পুলিশ ১০ জন পিটিআই কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে। প্রধানমন্ত্রী থাকার সময় পাওয়া উপহার রাষ্ট্রীয় তোষাখানায় জমা না দিয়ে বিক্রির অভিযোগে সোমবার ইসলামাবাদের একটি দায়রা আদালত ইমরানের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করে। আদালতের নির্দেশের পর এদিনই ইসলামবাদ পুলিশের একটি দল ইমরান খানকে গ্রেপ্তার করতে

লাহোরে পৌঁছায়। মঙ্গলবার থেকে জামান পার্ক এলাকায় পুলিশের সঙ্গে ইমরানের সমর্থকদের থেমে থেমে সংঘর্ষ চলছে। লাহোরে জামান পার্ক এলাকায় ইমরানের বাড়িতে পুলিশ যাওয়ার পর কর্মী-সমর্থকেরা পথ অবরোধ করলে সংঘর্ষ শুরু হয়। মঙ্গলবার রাতভর দফায় দফায় সংঘর্ষ হয়েছে।

হাসপাতাল সূত্রের বরাতে জিও নিউজের প্রতিবেদনে বলা হয়, সংঘর্ষে কমপক্ষে ৬২ জন আহত হয়েছেন। এর মধ্যে ৫৪ জন পুলিশ সদস্য। এদিকে পাকিস্তানের তথ্যমন্ত্রী মরিয়ম আওরঙ্গজেব বলেছেন, জামান পার্ক এলাকায় নিয়ুক্ত পুলিশ সদস্যরা নিরস্ত্র ছিলেন। তিনি আরও বলেন, পিটিআইয়ের প্রধান দেশে গৃহযুদ্ধ চাইছেন। ইমরানকে গ্রেপ্তারের সঙ্গে সরকারের কোনো সংযোগ নেই বলেও দাবি করছেন মরিয়ম।

## বায়ুদূষণে বিশ্বে কে কোথায়

বের্ন,১৫ মার্চ : বিশ্বে ২০২২ সালে সবচেয়ে দূষিত বায়ুর তালিকায় ভারতের অবস্থান অষ্টম। তবে বিশ্বের সবচেয়ে দূষিত শহরের তালিকায় ভারতের কয়েকটি শহর রয়েছে। দূষিত শহরের তালিকায় হোতানের পরে রয়েছে ভারতের দুই শহর। এগুলো হলো ভিওয়ারি ও দিল্লি। ভিওয়ারির বায়ুতে দূষণের মাত্রা ৯২ দশমিক ৭ মাইক্রোগ্রাম এবং দিল্লিতে দূষণের মাত্রা ৯২ দশমিক ৬ প্রতিবেদনে বলা হয়, ভারত ও পাকিস্তানের প্রায় ৬০ শতাংশ মানুষের বসবাস এমন এলাকায়, যেখানকার বায়ুতে পিএম-২.৫-এর উপস্থিতি ডব্লিউএইচওর সুপারিশকৃত মাত্রার চেয়ে অন্তত সাত গুণ বেশি।দূষিত দেশের তালিকায় বাংলাদেশের নাম পঞ্চম স্থানে উঠে এসেছে। তবে ২০২১ সালের তুলনায় ২০২২ সালে বাংলাদেশের বায়ুর মানের উন্নতি হয়েছে। এর আগের বছর দূষিত বায়ুর তালিকায় শীর্ষস্থানে ছিল বাংলাদেশ। এবার দূষিত বায়ুর দিক থেকে শীর্ষস্থানে নাম রয়েছে মধ্য আফ্রিকার দেশ চাদের। মঙ্গলবার সুইজারল্যান্ডভিত্তিক প্রতিষ্ঠান আইকিউএয়ার প্রকাশিত বৈশ্বিক বায়ুর মানসংক্রান্ত প্রতিবেদনে এসব তথ্য উঠে এসেছে।মূলত বাতাসে প্রতি ঘনমিটারে মানবদেহের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর সূক্ষ্ম বস্তুকণা পিএম-২.৫-এর পরিমাণ কতটুকু, তা পর্যালোচনা করে বায়ুর মান সূচকটি তৈরি করা হয়ে থাকে। বিশ্ৱ স্বাস্থ্য সংস্থার নির্ধারিত মান অনুযায়ী, বায়ুতে প্রতি ঘনমিটারে পিএম-২.৫ বা অতিক্রম্য বস্তুকণার উপস্থিতি সর্বোচ্চ ৫ মাইক্রোগ্রাম হতে হবে। আইকিউএয়ারের নতুন প্রতিবেদন বলা হয়েছে, ২০২২ সালে বাংলাদেশে প্রতি ঘনমিটার বায়ুতে পিএম-২.৫-এর মাত্রা ছিল ৬৫ দশমিক ৮ মাইক্রোগ্রাম। ২০২১ সালে এ মাত্রা ছিল ৭৬ দশমিক ৯ মাইক্রোগ্রাম। অর্থাৎ ২০২২ সালে বাংলাদেশের বায়ুর মান আগের বছরের তুলনায় ভালো হয়েছে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২২ সালে চাদের বায়ুতে গড়ে পিএম-২.৫-এর পরিমাণ ছিল ৮৯ দশমিক ৭ মাইক্রোগ্রাম। সবচেয়ে দূষিত দেশের তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে থাকা ইরাকের বায়ুতে পিএম-২.৫-এর পরিমাণ ছিল গাে ৮০ দশমিক ১ মাইক্রোগ্রাম। সূচক অনুযায়ী, ২০২২ সালে তৃতীয় দূষিত দেশ পাকিস্তান। দেশটির বাতাসে দূষণের মাত্রা ছিল ৭০ দশমিক ৯ মাইক্রোগ্রাম। তালিকায় চতুর্থ অবস্থানে আছে বাহরাইন। দেশটির বায়ুতে গত বছর দূষণের মাত্রা ছিল ৬৬ দশমিক ৬ মাইক্রোগ্রাম।শহরের বিবেচনায়, ২০২২ সালে সবচেয়ে দূষিত বায়ু ছিল পাকিস্তানের লাহোর শহরে। ২০২১ সালের তুলনায় ২০২২ সালে লাহোরের বাতাসের মান খারাপ হয়েছে। ২০২১ সালে লাহোরে প্রতি ঘন মিটার বায়ুতে পিএম-২.৫-এর উপস্থিতির মাত্রা ছিল ৮৬ দশমিক ৫।২০২২ সালে তা বেড়ে ৯৭ দশমিক ৪ মাইক্রোগ্রামে দাঁড়িয়েছে। দূষিত শহরের তালিকায় লাহোরের পরেই আছে চিনের হোতান শহর। সেখানকার বায়ুতে পিএম-২.৫-এর উপস্থিতি ৯৪ দশমিক ৩ মাইক্রোগ্রাম। অবশ্য, ২০২১ সালের তুলনায় ২০২২ সালে শহরটির বায়ুর মানের উন্নতি হয়েছে। ২০২১ সালে সেখানকার বায়ুতে পিএম-২.৫-এর উপস্থিতি ছিল ১০১ দশমিক ৫ মাইক্রোগ্রাম।মাইক্রোগ্রাম।প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, বিশ্ৱব্যাপী ১০ জনের মধ্যে ১ জন এমন এলাকায় বসবাস করছে, যেখানে বায়ুদূষণ স্বাস্থ্যের জন্য হুমকি তৈরি করছে। একই সময়ে, মার্কিন প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল গুয়ামের বায়ু বিশ্বের যেকোনো দেশের তুলনায় পরিষ্কার। সেখানকার বায়ুতে পিএম-২.৫-এর উপস্থিতি ১ দশমিক ৩ মাইক্রোগ্রাম। বিশ্বের রাজধানী শহরগুলোর মধ্যে সবচেয়ে পরিষ্কার বায়ু ক্যানবেরার। সেখানকার বায়ুতে পিএম-২.৫-এর উপস্থিতি ২ দশমিক ৮ মাইক্রোগ্রাম। ১৩১টি দেশ, ভূখণ্ড ও অঞ্চলের ৭ হাজার ৩০০-এর বেশি এলাকার ৩০ হাজারের বেশি বায়ুর মান পর্যবেক্ষকের কাছ থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে সূচকটি তৈরি করা হয়েছে।

## জাপানে ইউটিউবার এমপি ৭ মাসে ১ দিনও পার্লামেন্টে যাননি, হলেন বহিষ্কার

টোকিও, ১৫ মার্চ : টানা সাত মাস অনুপস্থিত থাকায় জাপানের এমপি ইওশিকাজু হিগাশিতানিকে মঙ্গলবার বরখাস্ত করা হয়েছে। ইওশিকাজু একজন জনপ্রিয় ইউটিউবার। গত বছরের জুলাই মাসে এমপি হয়েছিলেন তিনি। কিন্তু এক দিনের জন্যও পার্লামেন্টের কোনো অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন না। টানা অনুপস্থিত থাকায় পার্লামেন্টের ডিসিপ্লিন কমিটি তাঁকে বরখাস্তের সিদ্ধান্ত নেয়। এ সপ্তাহের শেষ নাগাদ তাঁকে বহিষ্কারের আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত আসতে পারে।সেলিগ্রিটদের নিয়ে গঠিত পিভিও বানানো ইওশিকাজু গাসিই নামে পরিচিত ছিলেন। একজন পার্লামেন্ট সদস্যের জন্য ডিসিপ্লিনারি কমিটির দেওয়া সর্বোচ্চ শাস্তি এটি। ১৯৫০ সালের পর এমন ঘটনা আগে মাত্র দুবার ঘটেছে। তবে টানা অনুপস্থিতির কারণে কোনো এমপির বরখাস্ত হওয়ার ঘটনা জাপানে এটিই প্রথম। ইওশিকাজু জাপানে থাকেন না।

তিনি সন্মুক্ত আরব আমিরাতে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন বলে ধারণা করা হয়েছে। পার্লামেন্টে উপস্থিত না হওয়ার কারণ সম্পর্কে জাপানের বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, এর আগে পার্লামেন্টের কোনো অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন না। টানা অনুপস্থিত থাকায় পার্লামেন্টের ডিসিপ্লিনাি কমিটি তাঁকে বরখাস্তের সিদ্ধান্ত নেয়। এ সপ্তাহের শেষ নাগাদ তাঁকে বহিষ্কারের আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত আসতে পারে।সেলিগ্রিটদের নিয়ে গঠিত পিভিও বানানো ইওশিকাজু গাসিই নামে পরিচিত ছিলেন। একজন পার্লামেন্ট সদস্যের জন্য ডিসিপ্লিনারি কমিটির দেওয়া সর্বোচ্চ শাস্তি এটি। ১৯৫০ সালের পর এমন ঘটনা আগে মাত্র দুবার ঘটেছে। তবে টানা অনুপস্থিতির কারণে কোনো এমপির বরখাস্ত হওয়ার ঘটনা জাপানে এটিই প্রথম। ইওশিকাজু জাপানে থাকেন না। তিনি সন্মুক্ত আরব আমিরাতে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন বলে ধারণা করা হয়েছে। পার্লামেন্টে উপস্থিত না হওয়ার কারণ সম্পর্কে জাপানের বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, এর আগে



ইওশিকাজু হিগাশিতানি। ফটো : ইউটিউব থেকে নেওয়া

ইওশিকাজু বলেছিলেন, জাপানে গেলে তাঁকে প্রভাৱণার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হতে পারে বলে তাঁর আশঙ্কা। তা ছাড়া বোলিগ্রিটির তাঁর বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করতে পারেন। জাপানের বিরোধী দল সেইজিকা-জোশি-৪৮ দলের দুজন পার্লামেন্ট সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন, ইওশিকাজু তাঁদের একজন।

দলটি আগে এনএইচকে পার্টি নামে পরিচিত ছিল। পার্লামেন্ট থেকে গত সপ্তাহে ইওশিকাজুকে টোকিও এসে সশরীরে পার্লামেন্টে উপস্থিত হয়ে এত দিন ধরে অনুপস্থিতির জন্য ক্ষমা চাওয়ার নির্দেশ জারি করা হয়েছিল। তখন বলা হয়েছিল যে এটাই তাঁর মুক্তির একমাত্র পথ।

কিন্তু ইওশিকাজু এ আদেশ মানেননি। উল্টো তিনি তাঁর ইউটিউব চ্যানেলে তুরস্ক যাওয়ার ঘোষণা দেন। তিনি বলেন, সেখানে ভূমিকম্পে দূর্গত ব্যক্তিদের ত্রাণ সহায়তায় নিজের বেতন দান করবেন।

# থাইল্যান্ডে বায়ুদূষণ দুই লাখ মানুষ হাসপাতালে

ব্যাংকক, ১৫ মার্চ : থাইল্যান্ডে বায়ুদূষণের কারণে চলতি সপ্তাহেই প্রায় দুই লাখ মানুষ নানা সমস্যা নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। রাজধানী ব্যাংকক শহরসহ সারা দেশে ঘন কুয়াশার মতো আবহাওয়া বিরাজ করছে। শিল্পক্ষেত্রের নির্গমন, কৃষিজ বিষয় পোড়ানো ও যানবাহনের ধর্ম্মায়র বিপজ্জনক মিশ্রণের কারণে ভয়াবহ এ বায়ুদূষণ ঘটছে। দেশটির জনস্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বরাত দিয়ে বার্তা সংস্থা এএফপিৱ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বায়ুদূষণের ক্রমবর্ধমান মাত্রা থাইল্যান্ডের স্বাস্থ্য পরিসেবার ওপর ব্যাপক চাপ সৃষ্টি করেছে। বায়ুদূষণের কারণে চলতি বছরের শুরু থেকে ১৩ লাখেরও বেশি মানুষ অসুস্থ হয়ে পাচ্ছে। আর চলতি সপ্তাহেই প্রায় দুই লাখ মানুষ হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। বায়ুদূষণের কারণে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত শহর হলো রাজধানী ব্যাংকক। গত শনিবার জনপ্রিয় এ পর্যটন শহরটি সুইজারল্যান্ড ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান আইকিউএয়ার-এর তালিকায় বিশ্বের তৃতীয় দূষিত শহর হিসেবে স্থান পেয়েছে।জনস্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের চিকিৎসক ক্রিয়াজ্ঞাই নামখাইসাং এ পরিস্থিতিতে অস্ত্র সজ্জা নারী ও শিশুদের বাড়ির ভেতরে থাকার পরামর্শ দিয়েছেন। কারণ,



থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংকক শহরসহ সারা দেশে ঘন কুয়াশার মতো আবহাওয়া বিরাজ করছে। ফাইল ফটো : রয়টার্স

ব্যাংককের প্রায় ৫০টি জেলায় বাতাসে প্রতি ঘনমিটারে মানবদেহের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর সূক্ষ্ম বস্তুকণা পিএম-২.৫-এর পরিমাণ অনিরাপদ। সূক্ষ্ম বস্তুকণা পিএম-২.৫ রক্তপ্রবাহে প্রবেশ করে এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ক্ষতি করার ক্ষমতার কারণে সবচেয়ে বিপজ্জনক বলে মনে করা হয়। ব্যাংককের ৫০টি জেলায় এর যে মাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে, তা বিশ্ৱ স্বাস্থ্য সংস্থার নির্ধারিত নির্দেশিকা অতিক্রম করেছে। উত্তরাঞ্চলীয় শহর চিয়াং মাই একটি কৃষিভিত্তিক অঞ্চল। এ অঞ্চলে খড় পোড়ানোর কারণেও বায়ু দূষিত হয়েছে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় ব্যাংককের গভর্নর চানচাট সিন্তিপুন্টের মুখপাত্র একভাকরুয়া আশপালা ঘোষণা করেছেন, পরিস্থিতির অবনতি

হলে আবারও হোম অফিসের আদেশ জারি করা হবে। কেউ বাইরে গেলে দূষণরোধী উন্নতমানের নেক-৯৫ মাস্ক পরার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। আশ্রপালা বলেন, পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য কর্তৃপক্ষ নানা ব্যবস্থা নিয়েছে। ব্যাংককের নার্সারি স্কুলে শিশুদের সুরক্ষার জন্য বায়ু পরিশোধনকারী নো ডাস্ট রুম স্থাপন করা হয়েছে। এ ছাড়া যানবাহনের কালো ধোঁয়া নিরীক্ষণের জন্য চেম্পিয়েন্ট স্থাপন করা হয়েছে।জনস্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের মহাপরিচালক এক সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন, এ সমস্যা মোকাবিলায় আরও ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। জনসাধারণের বাড়ি থেকে কাজ করা উচিত। স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য স্কুলের শিশুদেরও বাইরে বের না হওয়া উচিত।

## বালি দ্বীপে পর্যটকদের জন্য মোটর সাইকেল নিষিদ্ধ হল

জাকার্তা, ১৫ মার্চ : ইন্দোনেশিয়ার পর্যটন অঞ্চল বালি। নানান দেশের পর্যটকেরা যান ঘুরতে। সেখানে অন্যতম জনপ্রিয় মোটরসাইকেল ভাায়া নিয়ে যোরা। উন্নত গণপরিবহন ব্যবস্থা না থাকায় বালিতে বিদেশি পর্যটকেরা প্রায়ই দ্বীপের চারপাশে ঘুরতে মোটরসাইকেল ভাা় করেন। এবার সে সুযোগ আর থাকছে না। মোটর সাইকেল ব্যবহার নিষিদ্ধ করার পরিকল্পনা করছে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ। ট্রাফিক আইন ভঙ্গসহ নানা অভিযোগের কারণে এ সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে স্থানীয় প্রশাসন।বালির গভর্নর আই ওয়াইন কোস্তের বলেছেন, শর্ট বা কাপড ছাড়া খালি গায়ে আপনার মোটরবাইক চালিয়ে গোটা দ্বীপ ঘোরা উচিত নয়। হেলমেট ছাড়া ঘোরা ঠিক নয়।

এমনকি অনেকে লাইসেন্স ছাড়াই বাইক চালান। এটাও ঠিক নয়। কোভিড-১৯ মহামারির কারণে পর্যটক কমে গেছে বালিতে। এমন অবস্থায় মোটর সাইকেল চালানো বন্ধের সিদ্ধান্ত নিয়ে নানা সমালোচনা চলছে। কেউ এটা সমর্থন করছেন তো কেউ বলছেন, এতে আরও কমবে পর্যটক। তবে মোটর সাইকেল নিয়ে যোরা বন্ধ হচ্ছে-এটা ভেবে হতাশ হওয়ার কোনো কারণ নেই। কারণ, পর্যটকেরা এখন থেকে ট্রাভেল এজেন্সি থেকে সরবরাহ করা মোটরবাইক চালাতে পারবেন। উন্নত গণপরিবহন না থাকায় বালিতে বিদেশি পর্যটকেরা প্রায়ই দ্বীপের চারপাশে ঘুরতে মোটরবাইক ভাড়া করেন। সহজেই মেলে দুই চাকার গাড়িগুলো। পর্যটকেরাও

সহজেই অলিগলির মধ্যে প্রবেশ করে পুরো দ্বীপ ঘুরতে পারেন সহজে। এ জন্য অনেক পর্যটক বাইক ব্যবহার করেন। আর মোটর সাইকেল চালাতে গিয়ে এ বছরের ফেব্রুয়ারির শেষ সপ্তাহ থেকে মার্চের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত ১৭১ জন পর্যটক ট্রাফিক আইন ভঙ্গ করেছেন। এ ছাড়া অনেকে ভুয়া নম্বর প্লেট ব্যবহার করেছে। একজন ইউক্রেনের পর্যটক বলেন, পর্যটকদের ঘুরতে স্বাধীনতা দেওয়া উচিত। এ ছাড়া তাঁদের বৈধ লাইসেন্স প্রদান করা উচিত। তিনি আরও বলেন, আমরা কোনো ট্রাভেল এজেন্টের সেবা ব্যবহার করি না, কারণ আমরা স্বাধীন হতে চাই এবং নিজেরা কিছু করতে চাই যাতে আমরা পরিবেশ অনুভব করতে পারি।

## ভূমিকম্প বিশ্বব্ত তুরস্কে এবার কন্য়ার হানা, নিহত ৫

আঙ্কারা, ১৫ মার্চ : শতাব্দীর ভয়াবহতম ভূমিকম্পের ক্ষত মিটেতে না মিটেই তুরস্কে এবার আঘাত হেনেছে প্রলয়ঙ্করী বন্যা। মঙ্গলবার রাত থেকে প্রবল বৃষ্টিপাতের জেরে সৃষ্ট এ বন্যায় তলিয়ে গেছে দেশটির দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলের অসংখ্য ঘরবাড়ি, হাসপাতাল, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান। এতে এখন পর্যন্ত পাঁচজন নিহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। নির্দোষ রয়েছেন আরও অনেকে। খবর ডেইলি সাবাহর। বুধবার সকালে তোকাত প্রদেশের গভর্নর নুমান হাতিপোলু জানিয়েছেন, বন্যায় সেখানে একজন মারা গেছেন। আদিয়ামানের টুট জেলায় চারজন নির্দোষ রয়েছেন। ভারি বৃষ্টিতে সানলিউরফা ইয়ুবিয়ে ট্রেনিং অ্যান্ড রিসার্চ হাসপাতালের নির্বিড় পরিচর্যা কেন্দ্র (আইসিইউ) প্লাবিত হয়েছে। এ কারণে সেখানকার রোগীদের অন্য হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে।

এছাড়া, সানলিউরফার আবিদে কোপ্রুলু জংশনের কাছ কন্যার কারণে অন্তত ছয়জন আটকে থাকার খবর পাওয়া গেছে। কন্যার সার্ভিসের সচিবতায় এক ব্যক্তিকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বৃষ্টির কারণে এ অঞ্চলের সব স্কুল বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

এই পরিস্থিতি আরও কিছুদিন থাকতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। তুরস্কের আবহাওয়া দপ্তরের (টিএসএমএস) পূর্বাভাসে ১৪ থেকে ২০ মার্চ পর্যন্ত দেশটির দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের জন্য অরেন্জ আলার্ট দেয়া হবে। আদিয়ামানের টুট জেলায় অতিরিক্ষে দু'ডুটের আশঙ্কা থাকা এলাকাগুলোর মধ্যে রয়েছে আদিয়ামান, দিয়ারবাকির, এলাজিগ, মালতা, (আইসিইউ) প্লাবিত হয়েছে। এ কারণে সেখানকার কাহরামানমারাস, মারদিন, সিভাস, সানলিউরফা ও রোগীদের অন্য হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে।

## ঘূর্ণিঝড় ফ্রেডির তাণ্ডব, মালউইয়ে মৃত্যু বেড়ে ২০০

**লাইলগ, ১৫ মার্চ** : এক মানের ব্যবস্থানে দ্বিতীয় দফায় গ্রীষ্মমন্ডলীয় ঝড় ফ্রেডি দক্ষিণ-পূর্ব আফ্রিকার কয়েকটি দেশে তীব্র চালিয়েছে। ঘূর্ণিঝড়ের কারণে প্রবল বৃষ্টি ও মাটি ভাঙে এখন পর্যন্ত মালউইয়ে ২০০ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে পার্শ্ববর্তী দেশ মোজাম্বিকেরও।মালউইয়ের বাণিজ্যিক কেন্দ্র ব্লানটাবারে সবচেয়ে বেশি মানুষের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। যাদের মধ্যে ডজনখানেক শিশুও রয়েছে।ত্রাণ দিচ্ছেন দেশটির সরকার দক্ষিণের ১০টি জেলায় দুর্যোগ্যপূর্ণ পরিস্থিতির ঘোষণা দিয়েছে। উদ্ধার উইদাউট বর্ডারস জানিয়েছে, হাসপাতালে পৌঁছানোর পর ৪০ জনেরও বেশি শিশুকে মৃত

তারা বেলাচাও ব্যবহার করছেন। রাস্তা ও সেতু ভেঙে পড়ায় উদ্ধার কাজ ব্যাহত হচ্ছে। অন্যদিকে, ভারি বৃষ্টি ও প্রবল বাতাসের কারণে হেলিকপ্টারও ব্যবহার করা যাচ্ছে না।উদ্ধার কার্যের জন্য টানা ভারি বৃষ্টি ও প্রবল বাতাসের জেরে বেশ কিছু এলাকায় যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়েতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। ঘূর্ণিঝড়ে বিকল হয়ে পাচ্ছে মালউইয়ের বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা। দেশের বেশির ভাগ অংশে দীর্ঘস্থায়ী ব্ল্যাকআউট হয়েছে। পুলিশের মুখপাত্র পিটার কালায়া বিবিসিকে বলেন, নদীগুলোর পানি বিপদীমার উপর দিয়ে বইছে। জলে ভেসে যাচ্ছে ঘরবাড়ি, জীব-জন্তুসহ সরঞ্জামাদি। ভবন ধসে পড়ছে। মেডিক্যাল দাতব্য সংস্থা ডক্টরস উইদাউট বর্ডারস জানিয়েছে, হাসপাতালে পৌঁছানোর পর ৪০ জনেরও বেশি শিশুকে মৃত

ঘোষণা করা হয়। সরকারের দুর্যোগ ও ত্রাণ ব্যবস্থাপনা সংস্থা জানিয়েছে, ২০ হাজারের বেশি মানুষ বাস্ত্চ্যুত হয়েছে এবারের ঘূর্ণিঝড়ে। দেশটির সরকার হাজার হাজার অসহায় মানুষের জন্য সহায়তার আহ্বান জানিয়েছে। রাস্ট্রসংঘের আবহাওয়াবিষয়ক সংস্থা বলেছে, ত্রাণে ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে উত্তর-পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া থেকে উৎপত্তি হয়। এটি রেকর্ডে সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী গ্রীষ্মমন্ডলীয় ঘূর্ণিঝড় বলে মনে করা হয়। সমগ্র দক্ষিণ ভারত মহাসাগর অতিক্রম করে এই ঝড়। গত ২৪ ফেব্রুয়ারি মোজাম্বিকে পৌঁছানোর আগে, ২১ ফেব্রুয়ারি থেকে মাদাগাস্কারে তাণ্ডব চালায় এই ঝড়। ঘূর্ণিঝড় ফ্রেডির কারণে প্রতিবেশী দেশ মোজাম্বিকেও মৃত্যু বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২০ জনে। বিশেষজ্ঞরা বলেন, জলবায়ু পরিবর্তন বিশ্বজুড়ে গ্রীষ্মমন্ডলীয় ঝড়কে আরও তীব্র করে তুলছে।

## চিনের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করবে হন্ডুরাস

তেগুসিগালপা,১৫ মার্চ : চিনের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করবে মধ্য আমেরিকার দেশ হন্ডুরাস। দেশটির প্রেসিডেন্ট সিওমারা কাস্ত্রো মঙ্গলবার এ কথা জানিয়েছেন। হন্ডুরাস এই কাজ করলে তাইওয়ানের সঙ্গে দেশটির দীর্ঘদিনের আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক ছিন্ন হবে। সিওমারা কাস্ত্রো টুইটারে লিখেছেন, তিনি তাঁর দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এডুয়ার্দো রেইনাকে গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের



হন্ডুরাসের প্রেসিডেন্ট সিওমারা কাস্ত্রো। ফটো : রয়টার্স

সঙ্গে আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক শুরুর জন্য নির্দেশনা দিয়েছেন। সম্প্রতি সিওমারা কাস্ত্রোর সরকার ঘোষণা দেয়, তারা একটি জলবিদ্যুৎ বাঁধ নির্মাণের জন্য চিনের সঙ্গে আলোচনা করছে। এর কয়েক সপ্তাহের মাথায় চিনের সঙ্গে হন্ডুরাস কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করতে যাচ্ছে বলে ঘোষণা এল। বৈইজিংয়ের এক চিন নীতি অনুযায়ী, কোনো দেশ চিন ও তাইওয়ান উভয়ের সঙ্গে

আনুষ্ঠানিক কূটনৈতিক সম্পর্ক বজায় রাখতে পারে না। হন্ডুরাসসহ বিশ্বের মাত্র ১৪টি দেশ আনুষ্ঠানিকভাবে তাইওয়ানকে স্বীকৃতি দেয়। হন্ডুরাস সরকার ইতিমধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে তাইপের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে কি না, তা তাত্ক্ষণিকভাবে নিশ্চিত করেনি। তবে হন্ডুরাসের ঘোষণায় আজ বুধবার তাইওয়ানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় গভীর উত্তেগ প্রকাশ

করেছে। তাইওয়ান নিজেকে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে দেখে। তাইওয়ানের নিজস্ব সংবিধান ও গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত নেতা রয়েছে। তাইওয়ানের বেশির ভাগ বাসিন্দা নিজেদের তাইওয়ানি হিসেবে পরিচয় দেয়। অপর দিকে তাইওয়ানকে নিজেদের ভূখণ্ডের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে মনে করে চিন। তাই তারা তাইওয়ানের নিয়ন্ত্রণ নিতে চায়।

# অজি স্পিনারকে কোহলিকে আউট করার টিপস দিলেন জাদেজা

নয়াদিল্লি, ১৫ মার্চঃ ভারতের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে অভিষেকের পরে নজর কেড়েছেন ম্যাথু কুহনেমান। নিজের দ্বিতীয় টেস্টে এক ইনিংসে ৫ উইকেটও নিয়েছেন তিনি। বিরাট কোহলির মতো অভিজ্ঞ ব্যাটার তাঁর বল বুঝতে না পেরে আউট হয়েছেন। সেই কুহনেমান দেশে ফেরার আগে বিশেষ আবদার করেছিলেন রবীন্দ্র জাদেজার কাছে। তাঁর আবদার মিটিয়েছেন জাদেজা।

আমদাবাদ টেস্টের আগে জাদেজার কাছ থেকে ১৫ মিনিট সময় চেয়েছিলেন কুহনেমান। এক বাঁহাতি স্পিনার আর এক বাঁহাতি স্পিনারের কাছে কিছু পরামর্শ নিতে চেয়েছিলেন। সেই সময় জাদেজা জানিয়েছিলেন, টেস্ট শেষ হওয়ার পরে কথা বলবেন। নিজের প্রতিশ্রুতি রেখেছেন ভারতীয় স্পিনার।



আমদাবাদ টেস্ট শেষে কুহনেমানের সঙ্গে ১৫ মিনিট কথা বলেছেন তিনি। জাদেজার কাছে বিশেষ কিছু কায়দা শিখে দেশে ফিরেছেন অসি স্পিনার। কোহলিকে আবারও কী করে আউট করা যায়, সেটাই হয়তো শিখে নিয়েছেন জাদেজার কাছে।

ফল্স ক্রিকেটকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে কুহনেমান বলেছেন,

১৫ মিনিট কথা হয়েছে। জাদেজা আমাকে বেশ কিছু মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছে। আমরা অনেক বিষয়ে কথা বলেছি। এর পরে যখন উপমহাদেশে খেলতে আসব তখন জাদেজার পরামর্শ কাজে লাগানোর চেষ্টা করব। দুই স্পিনারের আলোচনার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন অস্ট্রেলিয়ার আর এক স্পিনার নেথান লায়ন।

সে কথাও জানিয়েছেন কুহনেমান। তিনি বলেছেন, লায়ন আমাদের দেখা করার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। জাদেজা টড মার্কিরও খুব প্রশংসা করছিল। ও খুব ভাল ব্যবহার করেছে। ইনস্ট্রাগ্রামে একটা বার্তাও দিয়েছে আমাকে। ভাল ক্রিকেটারের পাশাপাশি জাদেজা খুব ভাল মানুষও।

ভারতের বিরুদ্ধে প্রথমে খেলারই কথা ছিল না কুহনেমানের। সন্তান হওয়ার খবরে দলে থাকা স্পিনার মিচেল সুইপসন দেশে ফিরে যান। তার পরেই তড়িঘড়ি ডেকে পাঠানো হয় কুহনেমানকে। দিল্লিতে দ্বিতীয় টেস্টে তাঁকে মাঠে নামিয়েও দেয় অস্ট্রেলিয়া। তিন টেস্টেই নজর কেড়েছেন কুহনেমান। সিরিজ শেষে পেয়েছেন জাদেজার মূল্যবান পরামর্শও।

## ভারতে ফিরছেন না কামিন্স, ওয়ানডে সিরিজে অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক স্মিথই

মেলবোর্ন, ১৫ মার্চ : প্রথম দুটো টেস্ট ম্যাচের পরে অস্ট্রেলিয়ার রিমোট কন্ট্রোল হাতে তুলে নিয়েছিলেন স্টিভ স্মিথ। ইন্দোরে অস্ট্রেলিয়া টেস্ট ম্যাচ জিতে সিরিজে ব্যবধান কমায়। প্রথম দুটো টেস্টে ভরাডুবি ঘটেছিল অস্ট্রেলিয়ার।

আহমেদাবাদের চতুর্থ টেস্টেও স্মিথের হাতেই ছিল নেতৃত্বের আর্ম ব্যান্ড। নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত চতুর্থ টেস্ট ম্যাচ অবশ্য ড্র হয়। তাতে অবশ্য ভারতের কোনও সমস্যা হয়নি। বর্ডার-গাভাসকর ট্রফি ভারত জিতে নেয় ২-১। আর বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালের ছাড়পত্র জোগাড় করে নেন রোহিত শর্মা।

নতুন খবর হল, ওয়ানডে সিরিজেও অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক



খাকবেন স্টিভ স্মিথই। কারণ প্রথম দুটো টেস্ট ম্যাচের পরে মায়ের অসুস্থতার জন্য অস্ট্রেলিয়া ফিরে গিয়েছিলেন প্যাট কামিন্স। মা মারিয়ার পাশে থেকেছিলেন তিনি। কামিন্সের পরিবর্তে দলকে নেতৃত্ব দেন স্মিথ। কামিন্সের মা প্রয়াত হয়েছেন। কিন্তু এখনই দেশ থেকে

ভারতে ফিরছেন না কামিন্স। অস্ট্রেলিয়ার কোচ অ্যান্ড্রু ম্যাকডোনাল্ড বলেছেন, প্যাট এখনই ফিরছে না। দেশে এখন থাকবে কামিন্স। ওর পরিবারের জন্য সহানুভূতি রয়েছে আমাদের। ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া অবশ্য কামিন্সের বিকল্প খুঁজে নেয়নি। গত বছর অ্যারন ফিঞ্চ

অবসর গ্রহণ করার পরে কামিন্সের হাতে ওঠে দলের নেতৃত্বের আর্ম ব্যান্ড। কামিন্স তাঁর মায়ের প্রয়াসের জন্য ভারতের বিরুদ্ধে ওয়ানডে সিরিজে নেই। চোটের জন্য ছিটকে গিয়েছেন জশ হ্যাঞ্জলউড ও ঝাই রিচার্ডসনও। রিচার্ডসনের পরিবর্তে দলে নেওয়া হয়েছে ন্যাথান এলিসকে। কনুইয়ের হাড়ে চিড় ধরায় টেস্ট সিরিজের মাঝপথে দেশে ফিরে যেতে হয়েছিল ডেভিড ওয়ার্নারকে। বাঁ হাতি স্পিনার অ্যান্টনি আগারও চলে গিয়েছিলেন দেশে। ওয়ানডে সিরিজে ফিরছেন তাঁরা। দীর্ঘ চোট আঘাত সারিয়ে ওয়ানডে সিরিজে ফিরছেন গ্লেন ম্যাক্সওয়েল ও মিচেল মার্শ। উল্লেখ্য, মুম্বাই, বিশাখাপত্তনম ও চেন্নাইয়ে হবে তিনটি ওয়ানডে ম্যাচ।

## আইপিএলে অনিশ্চিত শ্রেয়স আইয়ার!

নয়াদিল্লি, ১৫ মার্চ : অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ওয়ানডে সিরিজ থেকে ছিটকে গেলেন কলকাতা নাইট রাইডার্সের অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ার। বিসিসিআই সূত্রের খবর, শ্রেয়স আপাতত বেঙ্গালুরু ন্যাশনাল ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে রিহাব করবেন। তাঁর আইপিএলে খেলা না থেলা নির্ভর করছে আগামী দিনে পিঠের ব্যথা কেমন থাকছে তার উপর। বোর্ড সূত্রের খবর, শ্রেয়স আইপিএলে খেলবেন কিনা, সেটা ঠিক করা হবে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ মেনেই। যা পরিস্থিতি তাতে শ্রেয়স এখন আইপিএলে খেলতে পারবেন কি না, সেটা নিয়েও বড়সড় প্রশ্নিচ্ছ দেখা দিয়েছে। যা স্বাভাবিকভাবেই চিন্তায় ফেলে দেবে কেকেআর টিম ম্যানেজমেন্টকে। কারণ—শ্রেয়স খেলতে না পারলে কেকেআর ব্যাটিং শুধু বড় ধাক্কা খাবে না, একইসঙ্গে নতুন করে অধিনায়কও খুঁজতে হবে তাদের। কে হতে পারেন কেকেআরের বিকল্প অধিনায়ক? জল্পনা শুরু হয়েছে সমর্থকদের মধ্যে। এক নজরে দেখে নেওয়া যাক, কারা শ্রেয়সের

বিকল্প হতে পারেন। এরা হলেন—আন্দ্রে রাসেল : শ্রেয়সের বিকল্প অধিনায়ক হওয়ার দৌড়ে সবচেয়ে এগিয়ে রয়েছেন রাসেলই। ব্যাট—বলে নাইটসদের বড় ভরসার জায়গা তিনি। দীর্ঘদিন ধরে আইপিএল খেলেছেন। একাধিক ফ্র্যাঞ্চাইজি দলকে নেতৃত্ব দেওয়ার অভিজ্ঞতা রয়েছে। তরুণ নাইট দলকে রাসেল নেতৃত্ব দিলে ড্রেসিংরুমের পরিবেশও ভাল থাকতে পারে। তবে রাসেলের বিপক্ষে যেতে পারে তাঁর ফিটনেস। রাসেল আদৌ গোটা মরশুম ফিট থাকবেন কিনা, সেটা যথেষ্ট সিন্ধার বিষয়।

নীতীশ রানা : শ্রেয়সের পর যে ভারতীয় ব্যাটার নাইটসের প্রথম

একাদশে খেলা নিশ্চিত তিনি হলেন নীতীশ রানা। তরুণ কেকেআর দলে অন্যতম সিনিয়র ক্রিকেটার তিনি। আইপিএলে ৯১টি ম্যাচ খেলেছেন নীতীশ। ২১৮১ রান করেছেন। ১৫টি অর্ধশতাব্দী রয়েছে তাঁর। একাধিকবার দিল্লি দলকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। মাঝে মাঝে কেকেআরের সহ-অধিনায়কও হয়েছেন। শ্রেয়স না থাকলে শিকে ছিঁড়তে পারে রানার।

## টানা পাঁচ ম্যাচ জয় মুম্বাইয়ের

মুম্বাই, ১৫ মার্চ : টস জিতলেই ম্যাচ জেতা যায় না। এর জন্য সঠিক কন্সনেশন, প্রস্তুতি প্রয়োজন। মুম্বাই ইন্ডিয়ান প্রতি ম্যাচেই তা প্রমাণ করে দিচ্ছে। উদ্বোধনী উইমেন্স প্রিমিয়ার লিগে এখনও অবধি পাঁচ ম্যাচ খেলে একশো শতাংশ জয়ের রেকর্ড ধরে রাখল মুম্বাই। টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী ম্যাচে গুজরাট জায়ান্টসের মুশোমুখি হয়েছিল হরমনপ্রীত কৌরের নেতৃত্বধীন মুম্বাই ইন্ডিয়ান। সেই ম্যাচ থেকে যাত্রা শুরু। এ দিন ফের এক বার সেই গুজরাট জায়ান্টসের বিরুদ্ধেই ম্যাচ। ফিরতি লিগেও জিতল মুম্বাই। অধিনায়ক হরমনপ্রীতের অনবদ্য ইনিংস। বোর্ডে ১৬২ রান নিয়েও ৫৫ রানের বড় ব্যবধানে জয়।

ব্যবহৃত পিচে ম্যাচ। গত ম্যাচেও ব্রেনোর্ন স্টেডিয়ামে স্পিনাররা সুবিধা পেয়েছেন। গুজরাট বোলিং আক্রমণে দক্ষ স্পিনার রয়েছেন। টসে জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন গুজরাট জায়ান্টস অধিনায়ক স্নেহ রানা। প্রথম ওভারেই তাঁর ভরসার মখান্দা রাখেন অ্যাশলে গার্ডনার। ফেরান মুম্বাইয়ের বিক্ষণী ওপেনার হেইলি ম্যাথুজকে। মুম্বাই ইনিংসে ভরসা দেয় যন্তিকা ভাটিয়া—ন্যাট সিবার জুটি। ৭৪ রান যোগ করে তারা। অবশেষে এই জুটি ভাঙেন কিম গার্খ। ফেরান সিবারকে। ৩১ বলে ৩৬ রান করে সিবার। যন্তিকা ভাটিয়া রান আউট হন। ৩৭ বলে ৪৪ রান করেন তিনি। একটা সময় মনে হয়েছিল ১৫০-র গণ্ডি পেরোতেও চাপ হবে মুম্বাই ইন্ডিয়ানদের। দায়িত্বশীল ইনিংস অধিনায়ক হরমনপ্রীত কৌরের। মাত্র ৩০ বলে ৫১ রান করেন তিনি। শেষ দিকে ১৩ বলে ১৯ রানের ক্যামিও ইনিংস অ্যামেলিয়া কের—এর। লোয়ার অর্ডার অবশ্য অবদান রাখতে ব্যর্থ মুম্বাই ইন্ডিয়ানদের। হরমনপ্রীতের অর্ধশতাব্দীর সৌজন্যে নির্ধারিত ২০ ওভারে ৮ উইকেটে ১৬২ রান করে মুম্বাই ইন্ডিয়ান।

ফরম্যাট যাই হোক, লক্ষ্য ছোট হোক কিংবা বড়, প্রয়োজন পার্টনারশিপের। আর এতেই বার্থ গুজরাট জায়ান্টস। ইনিংসের প্রথম বলেই উইকেট নিয়ে গুজরাটকে বড় ধাক্কা দেন ন্যাট সিবার। ফেরান সোফিয়া ডাকলিকে। এর পর নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট হারাতে থাকে গুজরাট। একটা সময় মনে হয়েছিল, ২০ ওভার ব্যাটই করতে পারবে না তারা। একশোর নীচে অলআউট হওয়ার পরিস্থিতিও ছিল। শেষ অবধি তেমনটা হয়নি। ২০ ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে ১০৭ রান করে গুজরাট জায়ান্টস। টানা পাঁচ ম্যাচ জিতে পরেরও টেবলে শীর্ষ তিন নিশ্চিত মুম্বাইয়ের।

## অল ইংল্যান্ড ওপেনে প্রণয়ের পর সহজ জয় লক্ষ্যরও

নয়াদিল্লি, ১৫ মার্চ : অল ইংল্যান্ড ওপেনের প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে লক্ষ্য সেন। ভারতীয় ব্যাডমিন্টন খেলোয়া। হারালেন তাইওয়ানের চৌ তিয়েন চেনকে। প্রথম রাউন্ডে সহজেই জিতলেন তিনি। তাইওয়ানের প্রতিপক্ষকে হারালেন স্ট্রেট গোমে। খেলার ফল ২১-১৮, ২১-১৯। এ দিন প্রি কোয়ার্টারে উঠেছেন এইচ এস প্রণয়ও।

ব্যাডমিন্টনের বিশ্ব ক্রমতালিকায় সিঙ্গলসে পঞ্চম স্থানে থাকা চেনকে হারালেন লক্ষ্য। ভারতীয় শাটলার রয়েছেন ১৯ নম্বরে। নিজের থেকে ১৪ ধাপ এগিয়ে থাকা প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে স্ট্রেট গোমে জয় আত্মবিশ্বাস দেবে লক্ষ্যকে। স্ট্রেট গোমে জিতলেও হাডডাহাড্ডি লড়াই হল দু'জনের। কেউ কাউকে এক

ইঞ্চি জমি ছাড়ছিলেন না। শেষ পর্যন্ত যদিও ভারতীয় শাটলারই জয়ের হাসি হাসলেন।

অল ইংল্যান্ড ব্যাডমিন্টনে পক্ষে ২১-১৯, ২২-২০। অল ইংল্যান্ড ওপেনের প্রি



এইচএস প্রণয়। তাইওয়ানের প্রতিযোগী জু ওয়েই ওয়াংকে স্ট্রেট গোমে হারিয়ে শেষ খোলায় পৌঁছে গেলেন তিনি। খেলার ফল প্রণয়ের পক্ষে ২১-১৯, ২২-২০। অল ইংল্যান্ড ওপেনের প্রি

কোয়ার্টারে দুই ভারতীয় শাটলার। প্রণয়ের পরের ম্যাচ ১৬ মার্চ। তিনি খেলবেন ইন্দোনেশিয়ার অ্যান্টনি জিনটিংয়ের বিরুদ্ধে। লক্ষ্য সে দিন খেলবেন ডেনমার্কের অ্যান্ডার্স অ্যান্টনসেনের বিরুদ্ধে।

## টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে রাহুলের হয়ে সওয়াল গাভাসকরের



নয়াদিল্লি, ১৫ মার্চ : আহমেদাবাদ টেস্টের পঞ্চম দিনের মধ্যাহ্নভোজের সময়েই জানা গিয়েছিল বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে খেলবে ভারত ও অস্ট্রেলিয়া। নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে যখন ব্যাট ও বলের লড়াই চলছে, ঠিক সেই সময়ে সুদূরের ক্রাইস্টচার্চের শ্রীলঙ্কাকে রোমন্বর্যক এক টেস্ট ম্যাচে হারিয়েছে নিউজিল্যান্ড। আর তার ফলেই বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে প্রবেশের পথ বন্ধ হয়ে যায় দ্বীপরাষ্ট্রের। ৭ জুন ওভালে মুখোমুখি হবে ভারত ও অস্ট্রেলিয়া।

চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে জশপ্রীত বুমরাহ ও ঋষভ পন্থকে পাবে না ভারতীয় দল। চোটের জন্য দুই তারকাই আপাতত মাঠের বাইরে। পন্থের অনুপস্থিতিতে উইকেটের পিছনে দাঁড়াচ্ছেন কেএস ভরত। কিন্তু তাঁর পারফরম্যান্স খুব একটা ভাল নয়। কিংবদন্তি ভারতীয় ওপেনার সুনীল গাভাসকর মনে করছেন বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালের প্রথম একাদশ নির্বাচনের সময়ে লোকেশ রাহুলের কথা মনে রাখা উচিত।

গাভাসকর বলছেন, লোকেশ রাহুলকে উইকেট কিপার হিসেবে দেখা যেতে পারে। ওভালে পাঁচ বা ছয় নম্বরে যদি রাহুল ব্যাট করে, তাহলে আমাদের ব্যাটিং শক্তিশালী হবে। গত বছর ইংল্যান্ডে ভালই ব্যাটিং করেছে লোকেশ রাহুল। লর্ডসে সেক্সুরিও করেছিল ও। লর্ডসে সেক্সুরি করেছিল লোকেশ রাহুল। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালের জন্য যখন দল নির্বাচন করা হবে, তখন লোকেশ রাহুলের কথা মনে রাখা দরকার। তবে রাহুলের ব্যাড প্যাচ দীর্ঘসময় ধরে চলছে। সদ্য সমাপ্ত ভারত-অস্ট্রেলিয়া টেস্ট সিরিজ থেকেও বাদ পড়তে হয়েছিল রাহুলকে। প্রথম দুটো টেস্ট ম্যাচে খেলার পরে সহ অধিনায়কত্ব কেড়ে নেওয়া হয় রাহুলের কাছ থেকে।

টেস্টে শেষ ১০টি ইনিংসে ৩০ রানের গণ্ডি অতিক্রম করতে পারেননি লোকেশ রাহুল। কিন্তু উইকেটকিপিং করার দক্ষতা রয়েছে তাঁর। ইংল্যান্ডের আবহাওয়ায় ভাল ব্যাটিং করার নজিরও রয়েছে। আর বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালও হবে ইংল্যান্ডেই। ফলে ভারতের ব্যাটিং গভীরতা বাড়ানোর জন্য গাভাসকর চাইছেন টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে দলে রাখা হোক লোকেশ রাহুলকে।

## লাইপজিগকে গোল বন্যায় ভাসাল ম্যান সিটি

ম্যাঞ্চেস্টার, ১৫ মার্চ : সাম্প্রতিক সময়ে খুব বেশি গোল করতে পারছিলেন না বলে আলিং হলান্ডকে নিয়ে উঠছিল প্রশ্ন। সময়ের সেরা ফুটবলারদের একজন তরুণ এই তারকা ফের জ্বলে উঠতে বেশি সময় নিলেন না। এক ম্যাচেই করলেন পাঁচ গোল। দাপুটে ফুটবলে লাইপজিগকে অনায়াসে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়ার্টার-ফাইনালে উঠল ম্যাঞ্চেস্টার সিটি।

ইতিহাদ স্টেডিয়ামে মঙ্গলবার রাত শেষ খোলার ফিরতি লেগে ৭-০ গোলে জিতেছে ইংলিশ চ্যাম্পিয়নরা। অন্য দুই গোলদাতা কেভিন ডে ব্রুইনে ও ইলকাই গিনদোয়ান। দুই লেগ মিলিয়ে ৮-১ গোলের অগ্রগামিতায় শেষ

আটে পা রাখল সিটি। প্রথম লেগ ১-১ ড্র হয়েছিল। এই ম্যাচের আগে ক্লাবের হয়ে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে সবশেষ ৯ ম্যাচে হলান্ডের গোল ছিল কেবল ৩টি। গত গ্রীষ্মে সিটিতে যোগ দেওয়ার পর থেকে যেভাবে গোলের পর গোল করছিলেন তিনি, তাতে এই সংখ্যা বড় বেমানান লাগছিল তার নামের পাশে। এবার লাইপজিগের জালে পাঁচবার বল পাঠিয়ে ২২ বছর বয়সী ফুটবলার নাম লেখালেন বেশ কিছু রেকর্ডে।

শুরু থেকে জার্মান দলটিকে চেপে ধরে সিটি। একাদশ মিনিটে প্রথম সুযোগ পায় তারা। নিজেদের অর্ধ থেকে লম্বা করে বল বাড়ান নাথান আকে।

প্রতিপক্ষের এক ডিফেন্ডারকে গতিতে পেছনে ফেলে বক্সে ঢুকে টোকা দেন হলান্ড। তবে রুখে দেন গোলরক্ষক। কিছুক্ষণ পর ১ মিনিট ১৮ সেকেন্ডের মধ্যে দুই গোল করে সিটিতে শেষ আটের পথে এগিয়ে নেন হলান্ড।

২২তম মিনিটে স্পট-কিকে প্রথম গোলটি করেন নরওয়ের ফরোয়ার্ড। বক্সে লাইপজিগের ডিফেন্ডার বেনিয়ামিন হেনরিকসের হাতে বল লাগলে ভিএআরের সাহায্যে রেকফার পেনাল্টি দিয়েছিলেন। রেকফার মনিটরে রিপ্লে দেখার সময় ধারাবাহিকার অবশ্য বলছিলেন, হয়তো পেনাল্টি হবে না। পরের গোলটি হতে পারত কেভিন ডে ব্রুইনের। বক্সের বাইরে থেকে

বেলজিয়ান মিডফিল্ডারের জোরাল শট ক্রসবারে লেগে ফিরে আসে। ফিরতি বল হেডে জালে পাঠান হলান্ড। চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ২৫ ম্যাচে হলান্ডের ৩০ নম্বর গোল এটি। প্রতিযোগিতাটিতে তার চেয়ে কম ম্যাচে এই মাইলফলক ছুঁতে পারেননি আর কেউ। তিনি ভেঙে দিলেন প্রাক্তন ডাচ ফরোয়ার্ড রুড ফন নিস্টলারয়ের (৩৪ ম্যাচ) রেকর্ড। ৩৩তম মিনিটে পোস্ট ছেড়ে বক্সের বাইরে এসে টিমো ভেরনারকে ট্যাকল করেন সিটির গোলরক্ষক এদেরসন। ফ্রি-কিকের আবেদন করেন জার্মান ফরোয়ার্ড। তবে রেকফার সাড়া মেলেনি। উল্টো ক্ষুদ্র প্রতিক্রিয়া দেখানোয় তাকে হলুদ কার্ড

দেখান রেকফার। প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে ভাগ্যের ছোঁয়ায় হাটট্রিক পূর্ণ হয়ে যায় হলান্ডের। ডে ব্রুইনের কর্নারে রুবেন দ্যোসের জোরাল হেড লাগে পোস্টে। বল গোললাইনের ওপর দিয়ে চলে যায় অন্য পাশে। লাইপজিগের এক ডিফেন্ডারের ক্লিয়ারের চেষ্টায় বল হলান্ডের পায়ে লেগে জালে জড়ায়। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ইতিহাসে দ্বিতীয় খেলোয়াড় হিসেবে প্রথমার্ধে একাধিক হাটট্রিক করলেন হলান্ড। প্রথম জন প্রাক্তন ইতালিয়ান ফুটবলার মার্কো সিমোনে, ১৯৯৬ সালে এসি মিলানের হয়ে ও ২০০০ সালে মোনাকোর জার্সিতে। হলান্ডের প্রথমটি ছিল তার

চ্যাম্পিয়ন্স লিগ অভিষেক ম্যাচে, ২০১৯ সালে সালসবুর্কের হয়ে। প্রতিযোগিতাটির নকআউট পর্বে হাটট্রিক করা সিটির প্রথম খেলোয়াড় তিনিই। দ্বিতীয়ার্ধের চতুর্থ মিনিটে ব্যবধান আরও বাড়ান গিনদোয়ান। জ্যাক গ্রিলিশের সঙ্গে ওয়ান-টু খেলে ১৬ গজ দূর থেকে শটে গোলটি করেন জার্মান মিডফিল্ডার। খানিক বাদে চার মিনিটের মধ্যে আরও দুইবার জালের দেখা পান হলান্ড। প্রথমবার তার হেড গোলরক্ষক টেকানোর পর মানুষের আকনজির প্রচেষ্টাও ফিরিয়ে দেন তিনি। এরপর জোরাল শটে লক্ষ্যভেদ করেন হলান্ড। পরেরটিতেও শুক্লতে আকনজির প্রচেষ্টা ফেরান

গোলরক্ষক। ফিরতি বল জোরাল শটে আবার জালে পাঠান হলান্ড। সিটির হয়ে এক মৌসুমে সবচেয়ে বেশি গোলের নতুন রেকর্ড গড়লেন তিনি, ৩৯টি। ভেঙে দিলেন টিম জনসনের প্রায় শতবর্ষী রেকর্ড। ১৯২৮-২৯ মৌসুমে ৩৮ গোল করে রেকর্ডটি গড়েছিলেন সাবেক এই ইংলিশ স্ট্রাইকার। হলান্ডের কীর্তি আছে আরও শ্রেফ তৃতীয় খেলোয়াড় হিসেবে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের এক ম্যাচে ৫ গোল করলেন তিনি। ২০১২ সালে বার্সেলোনার হয়ে বায়ার লেভারকুজেনের বিপক্ষে লিওনেল মেসি ও ২০১৪ সালে শাখতার দোনেস্কের হয়ে বাতে বরিসভের বিপক্ষে লুইস আদ্রিয়ানো এই নজির

গড়েছিলেন। সিটির জার্সিতে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে হলান্ডের ৩৯ গোল হয়ে গেল ৩৬ ম্যাচে। গোল সংখ্যা হয়তো এ দিন তার আরও বাড়তে পারত, তবে ৬৩তম মিনিটে তাকে তুলে ছুল্লিয়ান আলভারেসকে নামান গুয়ার্ডিওলা। যোগ করা সময়ে লাইপজিগের কফিনে সপ্তম পেরেক ঠুকে দেন ডে ব্রুইনে। ২৫ গজ দূর থেকে তার ডান পারের শটে বল ওপরের কোণা দিয়ে জালে জড়ায়। একই সময়ে মাঠে গড়ানো শেষ খোলার আরেক ম্যাচে পোর্তোর মাঠে গোলশূন্য ড্র করেছে ইন্টার মিলান। প্রথম লেগে ১-০ গোলে জেতায় শেষ আটের টিকেট পেয়েছে ইতালিয়ান দলটি।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পরিষদের পক্ষে স্বপন ব্যানার্জি কর্তৃক ৩০/৬, রাউতলা রোড, কলকাতা-৭০০০১৭ থেকে প্রকাশিত এবং এস এস এন্টারপ্রাইজ ৩০/৬, রাউতলা রোড, কলকাতা ৭০০০১৭ থেকে মুদ্রিত। সম্পাদক : কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়; সম্পাদনা ও রিপোর্টিং : ২২৫৪-০৭৫৬, প্রেস : ২২৪৩-৪৩৭১; ই-মেল : kalantarpatrika@gmail.com Reg.No. KOL RMS/12/2016-2018. RNI NO. 12107/66

Printed and Published by Swapan Banerjee on behalf of Communist Party of India, West Bengal State Council from 30/6, Jhowtala Road, Kolkata-700017 and printed at S.S.Enterprise. 30/6 Jhowtala Road, Kolkata-700017, Editor : Kalyan Bandyopadhyay, Phone Editing and Reporting : 2265-0756, Press : 2243-4671, Email : kalantarpatrika@gmail.com Reg.No. KOL RMS/12/2016-2018. RNI NO. 12107/66